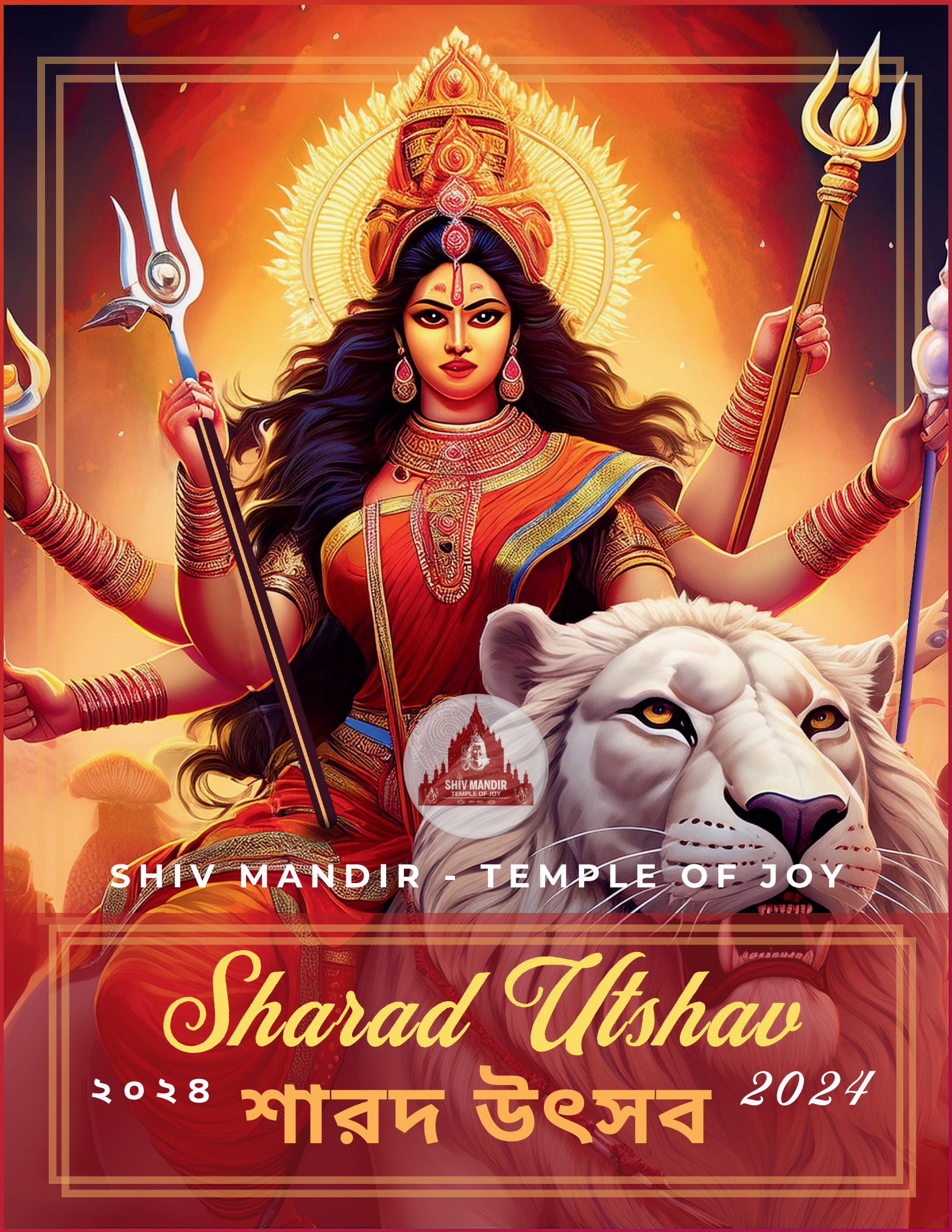
SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY
Sharad Utshav
২০২৪ শারদ উৎসব 2024

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা

ওগো মা, আজি আমরা সবাই নেচে বেড়াই, হৃদয় খুলে আকাশ তলে, মন্দিরের ঐ দ্বারে দ্বারে,
ঘুরে বেড়াই আলোর রথে, প্রতিজ্ঞার ঐ খড়্গা হাতে | সকলকে জানাই শারদীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

অমিতা মৃধা, চিনু মৃধা, ডাঃ দেবাশীষ মৃধা

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY

শিব মন্দির স্থাপিতঃ ২০২১ সাল

মন্দির প্রতিষ্ঠাতা

ডাঃ দেবাশীষ মৃধা
চিনু মৃধা
অমিতা মৃধা

ঠিকানা

31696 Ryan Road, Warren, MI 48609

SHIVMANDIRMI.COM

শারদ উৎসব ১৪৩১

চতুর্থ সংকলন । **প্রকাশ কাল :** ২০২৪

সম্পাদনায়: শ্রী সৌরভ দত্ত চৌধুরী

প্রচ্ছদ: নুর চিশতি

গ্রাফিক্স ডিজাইন: নুর চিশতি ও শ্রী রতন হাওলাদার

সার্বিক তত্ত্বাবধায়ণে: শ্রীমতী চিনু মৃধা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং বিশেষ সহযোগিতায়:

সর্বশ্রীঃ সুভাষ দাস, প্রাপ্তি ভৌমিক, রনি ভৌমিক, পুর্নেন্দু চক্রবর্তী অপু, রাখী রঞ্জন রায়, কমলেন্দু পাল, তপন শিকদার, হিমেল দাশ, অলক চৌধুরী, রাজর্ষি চৌধুরী গৌরব, সৌম্য চৌধুরী, অয়ন চক্রবর্তী, নীলিমা রায়, সুস্মিতা চৌধুরী, চিন্ময় আচার্য্য, অজিত দাস,প্রশান্ত দাস, শিল্পী পাল, হীরালাল কাপালি, তপন শিকদার, অন্তরা অন্তি, রাজশ্রী রায় চৌধুরী, রাহুল দাস, সৌরভ সরকার, ঝন্টু দাস, কুলেন্দু পাল, অরূপ পুরকায়স্থ, স্বদেশ রঞ্জন সরকার, চন্দনা ব্যানার্জী, মৃদুল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, বাবুল পাল, অতুল দস্তিদার এবং মিশিগান সনাতন কমিউনিটির সকল ভক্ত বৃন্দ।

সম্পাদকের কলামে

সৌরভ দত্ত চৌধুরী

বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন, আজ প্রভাতে সে সুর শুনে খুলে দিনু দ্বার। মায়ের আগমনী তে সমগ্র আকাশ নীলাম্বরী রূপ নিয়েছে,শরতের হিমেল হাওয়ায় কাশফুলে দোলা লেগেছে, ভোরের কুয়াশায় সবুজ ঘাসে সদ্যস্নাত শিউলি, শেফালী ফুলের গন্ধে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আরো মোহময়ী হয়ে উঠেছে। দুর্গাপুজো মানে বাঙ্গালীদের এক অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম উপলব্ধি। কালের স্রোতে সময় খুব তাড়াতাড়ি বয়ে যায় নদীর বহমান স্রোতের মতো, মনে হচ্ছিলো আমাদের শিব মন্দির এই কদিন আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং এই মন্দিরে প্রথম পুজোও করেছি মাত্র কদিন আগে, কিন্তু বাস্তবতা হলো অন্যরকম। দেখতে দেখতে আমাদের শিব মন্দিরের দুর্গা পুজো এবার তৃতীয় বছরের পদার্পণ করলো, এটা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। সে যাই হোক, শারদোৎসব বাঙালীর প্রাণের উৎসব হলেও এবং সারা বিশ্বে এটা ব্যাপকভাবে উদযাপিত হলেও এবারে প্রেক্ষাপটটা একটু অন্যরকম। কারণ শারদোৎসব যেখানে প্রথম থেকে শুরু হয়েছিলো অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ, এই দুই দেশেই চলছে চরম অস্থিরতা। পশ্চিমবঙ্গে অভয়ার মৃত্যু নিয়ে অনেক আন্দোলন, মিছিল অস্থিরতা,অনেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে যা আমাদেরকে আহত করেছে পুজো উদযাপনের আমেজ ও উৎসাহকে নষ্ট করেছে। এবং বাংলাদেশ সাম্প্রতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে,সেটা সমস্ত বিশ্বে আলোচিত এবং নিন্দার ঝড় তুলেছে, কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন নিরাপত্তা নেই। ছোটবেলা থেকেই শিখে এসেছি এবং মনে প্রাণে বিশ্বাসও করেছি যে, "ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার" কারণ আমাদের অহিন্দু বন্ধু-বান্ধবরাও আমাদের সঙ্গে সমানভাবে উৎসবের আনন্দকে ভাগ করে নিতেন। সাবলীলভাবে অনেক কৌতুহলী মনে জিজ্ঞেস করতেন- এই তোদের পুজো কবে আসবে? কেননা সে সময় তারাও মেতে উঠতেন নির্মল আনন্দ এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপণায়। যুগ পুরুষোত্তম স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন যে -- যেকোন ধর্ম, যেকোনো ভাষা, যে কোন জাত, যেকোনো সম্প্রদায়- ঘৃণ্য বা অশ্রদ্ধার নয়"। কিন্তু কালের পরিক্রমায় আজ যেন অনেক ভেদাভেদ, অশ্রদ্ধা, হিংসা এবং হানাহানির প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে এবং মৌলবাদী চক্রান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আজ বিপন্ন, বাস্তব সত্যি হলো,তাদের মনে উৎসবের কোন আমেজই নেই, এবং অনেক জায়গায় হয়তো এবার পূজোও অনুষ্ঠিত হবে না, কারণ পূজোর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অনেক আন্দোলন এবং উগ্র মিছিল, সন্ত্রাস, উৎপীড়ন, নির্যাতন, থ্রেট কালচার, চাঁদাবাজি, শুরু হয়ে গেছে। তাই আজ আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উপলব্ধি করছি যে, প্রবাসের প্রেক্ষাপটে আমরা নিরাপদ থাকলেও আমাদের মা, ভাই,বোন, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউইতো এই প্রাণের উৎসব পালন করতে পারছেন না এবং সেই অনুভূতি থেকে আমরা আরো বেশি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি। বলার অপেক্ষা থাকে না যে, আমাদের মধ্যে যতটুকু উদ্দীপনা এবং আনন্দ অবশিষ্ট ছিলো, সেটা ইতিমধ্যেই অনেকটা স্থিমিত কিংবা ম্লান হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমাদের দুঃখ, হৃদয়ের ব্যথা, মানসিক কষ্টতে যেকোনো উৎসব উদযাপনে, যে উদ্দীপনা এবং মানসিক মনোবল থাকে, সেটা অনেকটাই বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তাই মায়ের কাছে আবারো প্রার্থনা যে, সমগ্র বিশ্বে যুদ্ধ, অস্ত্রের ঝনঝনানি, রক্তপাত, সাম্প্রদায়িকতা, হিংসা হানাহানি, নিপীড়ন, নির্যাতন প্রতিরোধে শুধুমাত্র মানবতাবাদ এবং জগতের কল্যাণ সাধনে মা যেন আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন, সেটাই আমাদের কাম্য। পরিশেষে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা আমাদের শারদ সংকলনে লেখা, এড, পার্সোনাল, পারিবারিক এড, টেলিফোন ডায়েরি, সামাজিক স্ট্যাটিসটিক্স যেমন জন্ম, গ্র্যাজুয়েশন, বিয়ে এগুলোর তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। সর্বোপরি আমাদের শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবস্থাপনা পরিষদের সদস্য, স্বেচ্ছাসেবী, যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও মায়ের উৎসবের আয়োজন করেছেন এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তাদের শ্রম, ত্যাগ এবং তিতীক্ষা কে আমরা শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি। বাংলাদেশের অস্থিরতার মাঝেও অনেক লেখকের সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ করে তাঁদেরকে উৎসাহ দিয়েছিলাম। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারা খুব একটা স্বাচ্ছন্দ বা আনন্দবোধ করেননি লেখা পাঠাতে। তাই অন্য বারের তুলনায় এবারের সংকলনে এই দুই বঙ্গের লেখকেরই লেখা তুলনামূলকভাবে অনেক কম প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, বিভিন্ন প্রগতিশীল লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের মতামত এবং লেখা আমরা এবার দারুন ভাবে মিস করেছি আমাদের শারদ সংকলনে। আশা করি ভবিষ্যতে এ দুর্যোগ ও সামগ্রিক অস্থিরতা কেটে যাবে এবং শান্ত ও স্বাভাবিক হবে সবকিছু আবারো । সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই আমরা আশা করবো যে, আসছে বছর বা আগামীতে শারদোৎসব আমরা অবশ্যই পালন করবো আমাদের মন প্রাণ দিয়ে, আমাদের ভালোবাসা দিয়ে, এবং মায়ের কাছ থেকে আমাদের আশীর্বাদ নিয়ে নেবো অত্যন্ত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ভরে। ধন্যবাদ সবাইকে। জগজ্জননী মা সবার মঙ্গল করুন এটাই প্রার্থনা রইলো।

TEMPLE OF JOY
EST. 2021

Durga Puja

Amita Mridha

Maa Durga takes on many forms. She is Parvati, the graceful wife of Shiva; she is Kali, the rage of thousand suns; and she is Shakti, the unification of all her forms, divine feminine power. She's a Hindu goddess with ten hands, each symbolizing a tenant of the Universe.

Trishul / Trident- three laws of nature- creation, preservation, and destruction

Discus- the eternal and cyclical pattern of the universe and justice. Lotus Flower- wisdom and liberation. Sword- signifies knowledge and the sharpness of intellect, how to use the mind to defeat evil. Bow and Arrow- The bow is a manifestation potential energy, while the arrow symbolizes kinetic energy

Thunderbolt- Represents determination, single mindedness towards a goal. Conch Shell- Symbolizes the primordial sound of the universe, "Om". Club- Signifies physical, mental and spiritual strength. Shield- Represents protection from evil forces. Hand in Abhaya Mudra- A gesture of fearlessness and inner peace despite the disorder in the outside the world.

Durga Puja is a jubilant celebration of good over evil. Also termed Navaratri, this auspicious occasion honors many stories from the Hindu pantheon. The most mainstream myth centers the Trimurti- Brahma the Creator, Vishnu the Preserver, and Shiva the Destroyer - in their quest to defeat the demon Mahishasura. Since the demon has a boon that prevents his defeat by any masculine opponent, the three gods channel the feminine and invoke Maa Durga. Here, the Goddess is a representation of their collective effort as they best Mashisura and defeat him once and for all.

Another story hails from the Ramayana, a Hindu epic about the demigod prince Rama and his struggle to free his wife Sita from the clutches of the Demon king Ravana.

Unable to defeat his opponent, Rama invokes Maa Durga. This is an "akalbodan" or an "untimely awakening" of the Goddess, since she was first invoked by the Trimurti in the spring, rather than in autumn, the season the story takes place. The 14th century Bengali poet Krittivas once wrote that Maa Durga requested 108 lotus flowers before she could go into battle. Rama could only find 107 before it was time to pray, thus forcing him to almost pluck out one of his eyes. At the last moment, Maa Durga offers him mercy and restores the last lotus, revealing her request to be a test of his devotion. Durga Puja celebrates both Rama's undying loyalty as well as Maa Durga's formidable strength and power to vanquish evil.

SHIVA MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

Maa Durga is honored all over the globe. In West Bengal, India, vibrant alpanas and luchi sellers line the streets as the scent of sharp turmeric and savory cumin shifis through the pandals, or the sculpture of the gods, a fresh embrace of creativity and crafi all throughout the city.

In Dhaka, Bangladesh, families celebrate Navratri with a feast of flavors, centering around the iconic illish mach (Hilsa fish), generously coated in a rich mustard paste. They prepare an array of delectable dishes and sweets, indulging in feasts throughout the nine days leading up to the grand Durga Puja. Bengalis skillfully sprinkle jeera (cumin) and snap cayenne into hot oil, watching as it sizzles and bubbles, filling the air with a sharp, mouthwatering aroma. The scent alone is enough to stir the senses, but the real joy comes in devouring the tender sofi fish and licking the velvety jhol (curry) from your fingers.

Beyond the food, the Navratri celebrations in Dhaka are filled with vibrant cultural activities. Families come together for daily prayers and the chanting of mantras to honor the goddess Durga, seeking her blessings for strength and prosperity. Traditional music and folk songs fill the air as women in bright saris perform the graceful Dhunuchi dance, holding incense burners and swaying to the beat of the dhol (drums). Children eagerly participate in creative Rangoli competitions, decorating courtyards with intricate patterns made from colored powders, flowers, and rice. In the evenings, local pandals (decorated stages) host performances of Jatra, a form of Bengali folk theater, reenacting stories from the Ramayana and Mahabharata.

In the U.S., many South Asian communities in states such as New Jersey, New York, California and Michigan celebrate Durga Puja. The Shiv Mandir (Temple of Joy) in Warren, Michigan commemorates Navaratri by hosting pujas where worshippers can pray in front of the illustrative pandal and cultural programs where people can dance, sing, recite poetry, or play instruments. Some members of the temple even take part in the annual natok (drama/play), reenacting the stories surrounding the prosperous holiday.

Durga Puja is a testament to resilience of culture throughout the South Asian Hindu diaspora. A testament to the generations, young and old, and their determination to keep their traditions alive. A testament to invite people of all religions, races and creeds to join the colorful mosaic of the auspicious celebration.

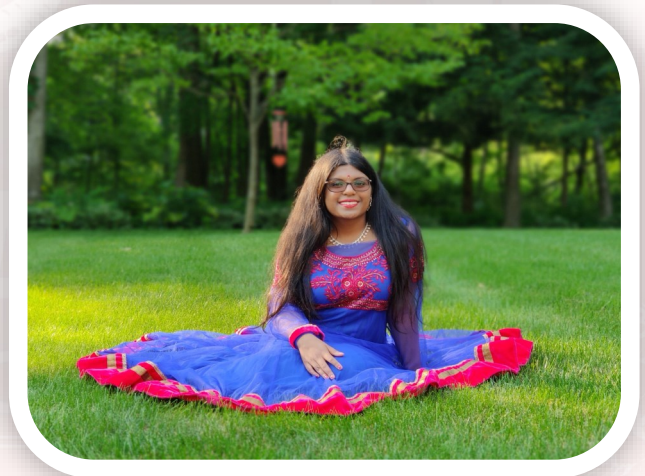

লীলা নাগের দীপালী সংঘ

সৌমিত্র দেব

শতবর্ষ আগে ঢাকা শহরে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অগ্নি কন্যা লীলা নাগ। এর মাধ্যমে সারা উপমহাদেশে শুরু হয় নারী জাগরণ । নারীদের মধ্যে আত্ম সচেতনতা বৃদ্ধি করে ও নারীসমাজকে সংঘবদ্ধ করে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে শামিল করার উদ্দেশ্যে এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় । পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও যাতে সমানভাবে বৈপ্লবিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সে ব্যাপারে এই সংঘ কয়েকটি কর্মসূচি গ্রহণ করে । সংঘের মহিলা সদস্যদের সাহস ও শক্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে নিয়মিত লাঠি খেলা, শরীরচর্চা ও অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় । শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে দীপালি সংঘের উদ্যোগে ঢাকায় ১২টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও 'দীপালি স্কুল', 'নারীশিক্ষা মন্দির', 'শিক্ষাভবন', প্রভৃতি ইংরেজি উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে দীপালি সংঘের সঙ্গে বিপ্লবী অনিল রায়ের 'শ্রীসংঘ' মিলিত হয়ে 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় । দীপালি ছাত্রী সংঘ ছিল ভারতের প্রথম ছাত্রী সংগঠন । রেনুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শকুন্তলা রায়, বীণাপাণি রায়, ঊষারানি রায় প্রমুখ এই সংঘের অন্যতম কয়েকজন সদস্যা ছিলেন । দীপালি সংঘের তরফ থেকে লীলা নাগের সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জয়শ্রী নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকা বিপ্লববাদের প্রচারের পাশাপাশি নারীজাতির সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রসারে প্রচার চালায় । পত্রিকাটি উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল ।

লীলা নাগ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ১২ জন মহিলা সদস্যকে নিয়ে ঢাকায় দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল, মেয়েদের শিক্ষা ও শারীরিক শক্তির বিকাশ।

কার্যকলাপ : এই সংঘের কার্যকলাপ হল—

১. নারীকল্যাণ ও নারীশিক্ষা : মূলত, নারী কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংঘের উদ্যোগে কয়েকটি উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়।

২. বিপ্লববাদ : নারীকল্যাণের পাশাপাশি এই সংঘ বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য নারীদের প্রস্তুত করার ব্রত নিয়েছিল। এখানে নারীদের লাঠিখেলা, শরীরচর্চা ও অস্ত্র চালানো, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার শিক্ষা দেওয়া হত।

৩. ছাত্রী সংঘ : ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে লীলা নাগ ভারতে সর্বপ্রথম 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' নামে একটি ছাত্রী সংঘ তৈরি করেন।

৪. বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র : ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মহিলাদের আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে তোলেন।

৫. আত্মরক্ষা সমিতি : তিনি ছাত্রীদের বৌদ্ধিক উৎকর্ষকেন্দ্র হিসেবে গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন এবং মেয়েদের জন্য আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন, যার দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাসের ওপর।

এবার এর প্রেক্ষাপট জেনে নেওয়া যাক । বিংশ শতকে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে জাতীয় আন্দোলগুলি ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্নপূরণ করতে ব্যর্থ হলে বাংলায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক আন্দোলন সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময় নারীদের সংগঠিত করে বিপ্লবী কার্যকলাপে শামিল করার ক্ষেত্রে দীপালি সংঘের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার দেখা যাক, কে এই লীলা নাগ।

লীলা নাগ (জন্ম: অক্টোবর ২, ১৯০০ – মৃত্যু:জুন ১১ ১৯৭০)[১] (বিবাহের পরে নাম হয় লীলা রায়) একজন বাঙালি সাংবাদিক, জনহিতৈষী এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী ছিলেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সহকারী ছিলেন।

লীলা নাগ আসামের গোয়ালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।তখন পরাধীন ভারতবর্ষ । পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ গোয়াল পাড়ায় উচ্চ সরকারি পদে চাকরি রত ছিলেন।মাতা ছিলেন কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী। তার পৈত্রিক নিবাস ছিল মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলায় পাঁচ গাও গ্রামে । তাদের-পরিবার ছিল সেই সময়কার সিলেটের অন্যতম সংস্কৃতমনা ও শিক্ষিত একটি পরিবার। লীলা নাগ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে বিপ্লবী অনিল রায়কে বিবাহ করেন।

লীলা নাগের শিক্ষা জীবন শুরু হয় এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । এরপর ভর্তি হন ঢাকার ইডেন স্কুলে। ১৯২১ সালে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। পরীক্ষায় তিনি মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং পদ্মাবতী স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিষয়ে এমএ ভর্তি হন। ১৯২৩ সালে তিনি দ্বিতীয় বিভাগে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনিই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমএ ডিগ্রীধারী। তখনকার পরিবেশে সহশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না বলে লীলা রায়ের মেধা ও আকাঙ্ক্ষা বিচার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চান্সেলর ডঃ হার্টস তাকে পড়ার বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন।

লীলা নাগ ঢাকা কলেজে পড়তেন। তার এক ক্লাস উপরের ছাত্র ছিলেন সাহিত্যিক কাজী মোতাহার হোসেন। লীলা নাগ সম্পর্কে তিনি তার স্মৃতিকথা নামক প্রবন্ধ সংকলনে লেখেন, এঁর মত সমাজ-সেবিকা ও মর্যাদাময়ী নারী আর দেখি নাই। এঁর থিওরী হল, নারীদেরও উপার্জনশীলা হতে হবে, নইলে কখনো তারা পুরুষের কাছে মর্যাদা পাবে না। তাই তিনি মেয়েদের রুমাল, টেবলক্লথ প্রভৃতির উপর সুন্দর নক্সা এঁকে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সব বিক্রি করে তিনি মেয়েদের একটা উপার্জনের পন্থা উন্মুক্ত করে দেন।”

বাঙালি নারীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে তিনি বিশেষ ভুমিকা পালন করেছেন। তিনি ঢাকার আরমানীটোলা বালিকা বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুল এবং শেরে বাংলানগর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (তৎকালীন নারীশিক্ষা মন্দির) প্রতিষ্ঠা করেন। বিয়ের পর তার নাম হয় শ্রীমতি লীলাবতী রায়। ভারত বিভাগের পর লীলা নাগ কলকাতায় চলে যান এবং সেখানেও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

লীলা রায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেত্রী ছিলেন। ‘ দীপালি ছাত্রী সংঘ’ নামে ছাত্রী সংগঠন গড়ে ভারতে প্রথম তার মাধ্যমে ছাত্রীদের মধ্যে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের আবাস ‘ছাত্রীভবন’ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময় তার উপর নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে তিনি এই সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নেতাজীর অন্তর্ধানের পর তিনি ও তার স্বামী অনিল রায় উত্তর ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব নেন। তিনি মহিলা সমাজের মুখপত্র হিসেবে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে “জয়শ্রী” নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেন। লীলা রায় ছবি আঁকতেন এবং গান ও সেতার বাজাতে জানতেন। ১৯ ৪৬ সালে দাঙ্গার সময় তিনি নোয়াখালীতে গান্ধীজীর সাথে দেখা করেন। দাঙ্গা চলাকালে তিনি অস্ত্র হাতে বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন।

সুভাষ বসুর নেতৃত্বে লীলা নাগেরা যুদ্ধ করে ভারত স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ব্রিটিশ রাজকে সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত স্বাধীন করতে চেয়েছে । তাদের আবেদন অনুযায়ী ইংরেজ বড়লাট মাউন্ট ব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে হিন্দু মুসলমান দুই জাতির ভিত্তিতে ভারত কে ভাগ করে দেন । জন্ম হয় পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের।

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

বর্তমান বাংলাদেশ পড়ে যায় পাকিস্তানের ভাগে । অন্যদিকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত সিলেট জেলারও অধিকাংশ এলাকা গণভোটের মাধ্যমে পেয়ে যায় পাকিস্তান । লীলা নাগের বাড়ি সিলেট। লীলা নাগের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ঢাকায় ।

তাই সংগত কারণেই তিনি ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পাকিস্তানে থেকে যান । নারীদের সংগঠিত করেন । পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার ওয়ারীতে গড়ে তোলেন মহিলা পরিষদ । ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাকিস্তানের জাতির পিতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর কথা বলেন । বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে নাকচ করে পরিস্কার ভাষায় তিনি বলেন, উর্দু , এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা । প্রতিবাদে ছাত্র রা না না না বলে প্রতিবাদ জানায় । লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই প্রতিবাদকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। বক্তৃতা দেন। পত্রিকায় লেখালেখি করেন । বিষয়টি পছন্দ করে নি পাকিস্তান সরকার । তারা তখন ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপরে দমন নিপীড়ন চালাচ্ছে । এ সময় তারা লীলা নাগের ওপরে চাপিয়ে দেয় কমিউনিস্ট তকমা ।

অথচ লীলা নাগ ও তাঁর স্বামী বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু কোনদিন কমিউনিস্ট ছিলেন না । ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক লাইন সম্পূর্ণ আলাদা । কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক লাইন ছিল চীন , রাশিয়া। অন্যদিকে ফরোয়ার্ড ব্লকের মিত্র ছিল জাপান জার্মান । ১৯৪৭ সালের পরেই কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবী শ্লোগান দিয়েছিল – ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায় । অর্থাৎ এই স্বাধীনতা মিথ্যে। ব্যস । পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্টদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী চিহ্নিত করে তীব্র দমন নিপীড়ন চালায় । নিপীড়নের সুবিধার জন্যই তারা লীলা ও অনিল্কেও কমিউনিস্ট হিসেবে চিহ্নিত করে। পরবর্তীকালে তারা ভাষা সৈনিকদেরকেও কমিউনিস্ট তকমা লাগায় । সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীকেও এই অপবাদ নিয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল ।

কমিউনিস্ট নাম দিয়ে লীলা নাগের প্রতিষ্ঠান গুলি দখল করতে শুরু করে পাকিস্তান সরকার । তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা দেয়। মাথার ওপরে ঝুলিয়ে দেয় রাজদ্রোহ মামলা । চলে গ্রেপ্তার অভিযান । পাকিস্তান সরকার তাঁকে নিয়ে সব সময় টেনশনে থাকতো । এ অবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দেড় বছরের মাথায় তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

দেশভাগের কারণে পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে গিয়ে শরণার্থী হয়েছেন লাখো মানুষ । এক ই কায়দায় ভারত থেকেও এসেছেন পাকিস্তানে লাখো মানুষ । সীমান্তে শরণার্থীর ভিড় । ভারতে গিয়ে এই শরণার্থীদের সেবা করতে শুরু করেন লীলা ও অনিল রায় । কলকাতা ও ব্যারাকপুরে উদ্বাস্তুদের থাকার ব্যবস্থা করেন। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়। ফলে উদ্বাস্তুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে । তখন তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করে পশ্চিম বঙ্গ , আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে ক্যাম্প স্থাপনের ব্যবস্থা করেন।

শরণার্থীদের জন্য কাজ করতে করতে ১৯৫২ সালে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান জীবন সঙ্গী অনিল চন্দ্র রায় । কিন্তু থামেন নি লীলা । নিঃসঙ্গ জীবনে এবার একাই তাঁর মানব সেবার কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। সামাজিক কাজ করতে গিয়ে নিজের দিকে তাকানর মতো সময় তিনি বের করতে পারেন নি। ১৯৫৭ সালে তিনি হৃদ রোগে আক্রান্ত হন । এর পর আরো বহু রোগ তাঁর শরীরে বাসা বাঁধে । ১৯৭০ সালের ১১ই জুন এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে । কলকাতায় তাঁর নামে আছে লীলা নাগ এভিনিউ ।

শারদোৎসবের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও ইতিহাস

সৌরভ দত্ত চৌধুরী

শারদোৎসবের সার্বজনীনতা ও ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন কথা ও মতামত যেমন আদিকাল থেকে এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত তবে সনাতনী সং স্কৃতি ও কৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এর মূল্যায়ন কালের সীমা পেরিয়ে বাঙালীদের মহামিলনের উৎসব হিসেবেই সর্বাধিক বিবেচিত।

দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে উৎযাপিত দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। শারদীয়া দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা বেশি। বাসন্তী দুর্গাপূজা মূলত কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
দুর্গাপূজা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল সহ ভারতীয় উপমহাদেশ ও বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রে পালিত হয়ে থাকে। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হওয়ার দরুন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে দুর্গাপূজা বিশেষ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজেও দুর্গাপূজা বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এমনকি ভারতের অসম ও ওড়িশা রাজ্যেও দুর্গাপূজা মহাসমারোহে পালিত হয়ে থাকে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রবাসী বাঙালি ও স্থানীয় জনসাধারণ নিজ নিজ প্রথামাফিক শারদীয়া দুর্গাপূজা ও নবরাত্রি উৎসব পালন করে। এমনকি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরাও দুর্গাপূজা পালন করে থাকেন।সনাতন ধর্মীয়দের প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ যেমন - পূরাণ, মহাভারত, রামায়ন, ধর্মীয় কাব্য ও নানা ঐতিহাসিক গল্প থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় সভ্যতায় বিভিন্ন মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তেমনি আর্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবতাদের। পাশাপাশি অনার্য সভ্যতায় প্রধান ছিলেন দেবীরা। ভারতীয় উপমহাদেশে মাতৃরূপে দেবী পূজা পদ্ধতি অতি প্রাচীন।

ইতিহাসবিদরা মনে করেন, প্রায় ২২ হাজার বছর পূর্বে ভারতের প্যালিওলিথিক জনগোষ্ঠির হাতেই দেবী পূজা প্রচলিত হয়। বিভিন্ন বিশ্বাস ও গ্রন্থে দেখা যায়, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ। মহাভারত অনুসারে দুর্গা বিবেচিত হন কালী শক্তির আরেক রূপে। তবে কালী ও দুর্গার মধ্যে রয়েছে নানা অমিল। অনেকে মনে করেন সিন্ধু সভ্যতায় দেবীমাতার, ত্রিমস্ক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দুর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে পূজিত হতেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণ দেবী দুর্গা পূজার প্রথম প্রবর্তক। দ্বিতীয়বার দুর্গাপূজা করেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর তৃতীয়বার দুর্গাপূজার আয়েজন করেন মহাদেব। ভাগবত পুরান অনুসারে ব্রহ্মার মানসপুত্র মনীরোধ সাগরের তীরে দুর্গার আরাধনা করেন। গবেষকদের তথ্যমতে, মূল বাল্মীকির রামায়ণে দুর্গাপূজার কথা বলা নেই। তবে কৃত্তিবাসী অনুবাদে দুর্গাপূজার কথা বলা হয়েছে।ভিন্ন ধর্মীয়গ্রন্থের বিষয়ে ঐতিহাসিকদের রয়েছে মতভেদ। আবার বৌদ্ধ পন্ডিত পরিব্রাজক হিউয়েন সাংগকে নিয়ে দুর্গাপূজার কাহিনী প্রজলিত রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য ৬৩০ সালে তিনি ভারত সফরে আসেন। ৬৩৫ থেকে ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ছিলেন। প্রবাস জীবনে তিনি একাধিকবার দস্যুর হাতে পড়েছেন। গঙ্গাপথে বা প্রাচীন গঙ্গারিডিতে তিনি কোনো বৌদ্ধ বিহারে যাওয়ার পথে দস্যুদের হাতে পড়েন। দস্যুরা তাকে বলি দেওয়ার জন্য দেবীর সামনে নিয়ে যায়। অনেকে মনে করেন এ দেবী দুর্গা নয় বদদেবী বা কালী দেবী। দুর্গাপূজায় নরমুণ্ড দেবার তথ্য পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিকদের তথ্যমতে, ১১ থেকে ১২ শতকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে কালীপূজার সাথে দুর্গাপূজা হতো। অনেকে মনে করেন ঢাকেশ্বরী মন্দির একটি বৌদ্ধ মন্দির ছিল যা পরবর্তী সেন আমলে হিন্দু মন্দির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ১১শ' শতকে অভিনির্ণয়-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দুর্গাবন্দনা পাওয়া যায়। বাংলায় ১৪শ' শতকের পূর্ব দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল কি-না এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। বিশেষ করে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা গৃহে স্বাভাবিকভাবে দুর্গাপূজা করতেন।

জাঁকজমকভাবে দুর্গাপূজার শুরু নিয়েও রয়েছে মতভেদ। কতিপয় ঐতিহাসিকদের মতে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারো কারো মতে ষোড়শ শতকে রাজশাহীর তাহেরপুর এলাকার রাজা কংসনারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। আবার অনেকের তথ্যমতে ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজা শুরু করেন।

১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার রায়চৌধুরী পরিবার দুর্গাপূজার আয়োজন করেন বলে মত প্রচলিত রয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠিতভাবে জানা যায়, ১৬১০ সালে কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার বর্তমান দুর্গাপূজার পদ্ধতি অর্থাৎ দুর্গার ছেলে মেয়েসহ সপরিবারে পূজা পদ্ধতি চালু করেন। ১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী বর্তমান রংপুরে শারদীয় দূর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। অনেকের মতে, লর্ড ক্লাইভের সম্মানে এ দূর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেবী দুর্গার কথা বলা হলেও রাজশাহীর কংসনারায়ণকেই পূজার প্রবর্তক বলে মিথ প্রচলিত আছে। এ মিথ প্রচলনের মূল কারন কংসনারায়ণ দূর্গোৎসব করেছিলেন রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের বিকল্প হিসেবে। সে সময়ে তিনি দুর্গাপূজাতে আট লাখ মুদ্রা খরচ করেছিলেন। কংসনারায়ণের দেখানো পথে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার, কোচবিহারের রাজাবাড়িতে দুর্গোৎসবের মাধ্যমে দুর্গার শাস্ত্রীয় রূপ ছাড়িয়ে চাকচিক্যটা বেশি দেখা দেয়। ১৮শ' শতকে আধুনিক দুর্গাপূজার প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ধরা হয়। বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, রাজ দরবারের রাজ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। ১৭৬৭ সালে সাতক্ষীরার কলারোয়ার মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে দুর্গাপূজা হতো বলে প্রচলিত আছে। ১৮০৯ সালে পাটনাতে দুর্গাপূজার জলরং-এর (ওয়াটার কালার) ছবি পাওয়া যায়। সম্রাট আকবরের আমল থেকে ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে।

বর্তমানে প্রচলিত দুর্গাপূজা দুইভাবে হয়ে থাকে। ব্যক্তিগতভাবে পরিবারিক কাঠামোতে। যেখানে পূজার শাস্ত্রীয় বিধান, নিয়মনিষ্ঠা অধিক পালন করা হয়। বারোয়ারি বা সার্বজনীনভাবে এলাকাভিত্তিক দূর্গোৎসবের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যা বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। ১৭৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় ১২ জন বন্ধু মিলে চাঁদা তুলে সর্বপ্রথম সার্বজনীনভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করে। বারো ইয়ার বা বারো বন্ধুর পূজা নামে পরিচিত এ পূজা একসময় বারোয়ারি নামে পরিচিতি পায়।

১৮৩২ সালে কাসীম বাজারের রাজা হরিনাথ বারোইয়ারের এই পূজাপদ্ধতি কলাকাতায় শুরু করে। পরবর্তীতে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু জমিদারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠে বারোয়ারি পূজা। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্মী উৎসাহিনীসভা ভবনীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে, রামধন মিত্র লেন ও সিকদার বাগানে বারোয়ারি পূজা হয়।

অনেকের মতে, দুর্গোৎসবের মাধ্যমের ভারতের স্বাধীনতাকে অস্তমিত করার উৎসব পালিত হয়েছিল। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্গাপূজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায় ১৯২৬ সালে অতীন্দ্রনাথ বোসের দুর্গোৎসবে। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে দুর্গাপূজার উৎসবে আমন্ত্রণ জানান। স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্গাপূজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কবি নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম কবিতা যার গুরুত্ব অপরিসীম।

গবেষকদের মতে, ব্রিটিশ শাসনের সময়ে হিন্দু ধনিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গাপূজা জনপ্রিয় হয়। হিন্দু সমাজের ভিতরে যে শ্রেণিভাগ ছিল তা ঐ সময়ের জন্য সামাজিক সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। দুর্গাপূজা ঐ সময়ের জন্য সকল শ্রেণিকে একত্রিত করার উৎসব হিসেবে পরিণত হয়।

বাঙ্গালির ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে রয়েছে দুর্গাপূজা। ভারতবর্ষ তখন নামেমাত্র মুঘল শাসন। সবে বাংলা মৌখিক আনুগত্যে নবাবী শাসন। মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ মারাঠাদের খাজনা আদায়ের অনুমতি দিলে তা নিয়ে শুরু হলো নবাব আলিবর্দীর সাথে সংঘর্ষ। যে সংঘর্ষকে বলা হতো বর্গী হামলা। এই বর্গীদের নেতা ভাস্কর পন্ডিত ঘাটি করলেন কাটোয়াতে। সেপ্টেম্বর মাসে সে বছর দুর্গাপূজা। বর্ষার ভরা গঙ্গা নদীর সুরক্ষা বলয়ে বর্ধমান রাজার বাড়িতে শুরু হলো দুর্গাপূজা। আলিবর্দী সুযোগের অপেক্ষাতে ছিলেন। তিনি আচমকা মারাঠাদের উপর আক্রমণ করেন। বর্গীরা আক্রমণে পিছু হটে। ভাস্কর পন্ডিত দুর্গামূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে পলায়ন করেন। ভাস্কর পন্ডিতের এই দুর্গাপূজা তার প্রথম ও শেষ হলেও ঐ গ্রামের মহিলারা সেখানে নিয়মিত পূজা আয়োজন করছেন।

বাংলায় বর্তমানে প্রচলিত যে দুর্গামূর্তি দেখা যায় সেখানে সপরিবারে। দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। মহিষাসুরমর্দিনী দেবীর ডানপাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গনেশ এবং বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিক-কে দেখা যায়। বাকুড়া জেলায় দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি পূজিত হয়। সেখানে কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। অঞ্চলভেদে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের মূর্তি পূজিত হয়।

শারদীয় দুর্গাপূজা সাধারণত আশ্বিন মাসে হয় তবে অনেক সময় তা পরিবর্তন হয়। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীর দিন থেকে দশমীর দিন পর্যন্ত দুর্গোৎসব। তবে দেবীপক্ষের সূচনা হয় পূর্ববর্তী আমাবস্যার দিন থেকে। যে দিনটি মহালয়া নামে পরিচিত। বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে মহালয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ভোরবেলায় চন্ডীপাঠ আলোড়ন তৈরি করে। দেবীপক্ষের সমাপ্তি হয় পূর্ণিমায়। এ পূর্ণিমাটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এ দিনে লক্ষ্মীপূজা হয়। তবে অঞ্চলভেদে এ অনুষ্ঠান আরো দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় সপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত ছুটি থাকে। বাংলাদেশে বিজয়া দশমীর দিন ছুটি দেয়া হয়।শারদীয় দুর্গোৎসবের নয়দিনে দেবী দুর্গার এই নয় রূপের আরাধানা হয়। নবরাত্রির প্রথম দিনে মা শৈলপুত্রী রূপে দেবীর আরাধনা হয়। নবশক্তির দ্বিতীয় রূপ হলো ব্রহ্মচারিণী। দুর্গাপূজার দ্বিতীয় দিনে এঁর স্বরূপেরই আরাধনা করা হয়। দেবীর মস্তকে অর্ধচন্দ্র থাকে তাই দেবীকে চন্দ্রঘন্টা বলা হয়। তৃতীয়দিনে দেবী চন্দ্রঘন্টা নামে পূজিত হন। ব্রহ্মজ্ঞানী দেবীকে নবরাত্রের চতুর্থদিনে কুস্মান্ডা রূপে পূজা করা হয়। কার্তিকের অপর নাম স্কন্দ। স্কন্দমাতা হিসাবে পঞ্চমরাত্রে দেবী পূজিত হন। ষষ্ঠদিনে ভক্তদের কাছে ঋষি কাত্যায়নের কন্যারূপে কাত্যায়নী পূজিত হন। সপ্তমরাতে কৃষ্ণবর্ণা দেবী কালরাত্রি হিসাবে ভক্তদের সামনে আবির্ভূত হন। হিমালয়কন্যা ছিলে কৃষ্ণবর্ণের মহাদেবের গঙ্গাজলে স্নান করে তিনি হয়ে উঠেন ফর্সা। অষ্টমরাতে সব পাপ ধুয়ে নেওয়ার জন্য মহা গৌরী রূপে দেবীকে পূজা করা হয়। নবদুর্গার শেষরূপ সিদ্ধিদাত্রী। সকল সিদ্ধিলাভ করার জন্য দেবী দুর্গাকে নবমীতে সিদ্ধিদাত্রী হিসেবে পূজা করা হয়। স্বয়ং মহাদেব দেবী দুর্গাকে সিদ্ধিদাত্রী রূপে পূজা করেছিলেন। বিশেষ করে বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লি, মধ্যপ্রদেশে-এ দুর্গাপূজা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, মহীসুর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে নবরাত্রি পূজা হয়ে থাকে।

বাংলা বারোমাসে দেবী ১২টি রূপে পূজিত হন। বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরী। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী রূপে কালিপূজা হয়। আষাঢ় মাসে আম্বুবাচী তিথিতে দেবী কামাখ্যা রূপে পূজিত হন। শ্রাবণ মাসে শাকম্ভরী রূপে। পুরাণ মতে ভাদ্র মাসে মহাদেব ও পার্বতীর মিলন হয়। মহাদেব হলেন পুরুষ ও পার্বতীকে বলা হয় প্রকৃতি। ভাদ্র মাসে পার্বতী রূপে দেবী পূজিত হন। আশ্বিন মাসে মহিষাসুর দমনকারী রূপে দেবী ভক্তের সামনে আসেন। কার্তিক মাসে দেবী জগদ্ধাত্রী রূপে দেবীকে আরাধনা করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে আদিশক্তির কাত্যায়নী রূপে পূজার প্রচলন পদ্ধতি রয়েছে। পৌষমাসে পৌষকালী রূপে আরাধনা করা হয়। এ সময়ে বাংলার অন্যতম সবজি মুলা দেবীকে নিবেদন করা হয়। তাই অনেকেই এ সময়ের পূজাকে মুলাকালী পূজা বলে থাকেন। মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে রটন্তীকালী পূজো হয়। এ রূপকে আদিশক্তির গৃহশান্তির রক্ষাকারিণী বলা হয়। সঙ্কটনাশিনী রূপে ফাল্গুন মাসে দেবী পূজিত হন। বসন্তের শুরুতে বিভিন্ন রোগ দেখা দেয় এ কারনে দেবীর সঙ্কটনাশিনী রূপে এ সময়ে পূজা হয়। ধরিত্রীকে শস্যপূর্ণ করার আহ্বানে দেবীকে বাসন্তী রূপে চৈত্র মাসে আরাধনা করা হয়।

হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গা নামটির বিশেষত্ব রয়েছে। 'দ' দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' পাপনাশক ও আ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।

শারদীয় দুর্গোৎসবের রূপের নাম মহিষমর্দিনী। অসুর রাজ্যের রাজা মহিষাসুরকে যখন দমন করা যায় তখন দেবীর এ রূপ তাকে দমন করেন। অসুর ভারতের একটি আদিবাসী উপজাতি। ভারতের বিশেষকরে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড আর বিহারে এ উপজাতিদের বসবাস রয়েছে। হিন্দু বাঙ্গালীরা যখন সর্বোচ্চ উৎসব দুর্গাপূজা উদযাপন করেন সেসময়ই শোক পালন করে আদিবাসি অসুর বংশীয়রা।

এ আদিবাসীদের লোককথা অনুযায়ী, আর্যদের দেবী দুর্গা এ সময়ে মহিষাসুরকে ছলনার মাধ্যমে হত্যা করেন। অসুর আদিবাসীদের লোকগাথা অনুযায়ী এক গৌরবর্ণা নারী তাদের সম্রাটকে হত্যা করেন। তাদের সম্রাট মহিষার ছিলেন অত্যন্ত বলশালী, প্রজাবৎসল রাজা। রাজা মহিষাসুর কোনো নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন না। এরকমই সুযোগ আর্যারা নিয়ে দুর্গাকে মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগানো হয়।

আদিবাসী অসুর উপজাতি ষষ্ঠী, সপ্তমীতে শুরু করে শোক পালন। তারা দশমীতে বড় অনুষ্ঠান করেন। পাশাপাশি হিন্দুবাঙ্গালিরা দশমীতে করে থাকে বিজয়া দশমী। শুধুমাত্র লোকগাথায় নয়, প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনে পাওয়া যায় মহিষাসুরকে। গবেষকরা মনে করেন, আর্যদের পূর্ববর্তী ইতিহাস এই অসুর উপজাতি।

২০০৬ সালে গ্রেট ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট হলে "ভয়েসেস অফ বেঙ্গল" মরসুম নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর অঙ্গ হিসেবে স্থানীয় বাঙালি অভিবাসীরা ও জাদুঘর কর্তৃপক্ষ এক বিরাট দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন।
দূর্গা পূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল তার জানা যায় না। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা) দেবীমাতা, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দূর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী সে হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসাবে পূজা হতে পারে। তবে কৃত্তিবাসের রামায়নে আছে, শ্রী রাম চন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০১ টি নীল পদ্ম সংগ্রহ করে সাগর কূলে বসে বসন্তকালে সীতা উদ্ধারের জন্য সর্বপ্রথম শক্তি তথা দুর্গোৎসবের (বাসন্তি পূজা বা অকাল বোধন) আয়োজন করেছিলেন। মারকেন্দীয়া পুরান (Markandeya Purana) মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরাথা (Suratha) খ্রীষ্ঠের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে ওড়িষ্যা) Duseehera নামে দূর্গা পুজা প্রচলন করেছিল।

কারো কারো মতে ত্রেতা যুগে লঙ্কা যুদ্ধে যাবার আগে রাম শক্তির দেবী দুর্গার পুজো দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মানুসারে রাম ছিলেন স্বয়ং ভগবান, যিনি মানুষের রূপ ধারণ করে ঐ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একজন সামান্য দেবী হয়ে যিনি স্বয়ং ভগবানের পূজা লাভ করেন - তার স্থান কত উপরে তা বঝানর জন্যই দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে
আজও নেপালে Duseehera বা Dashain নামেই পুজা হয়। যদিও প্রাচীন ওরিষ্যার সাথে নেপালের পূজার কোন যোগসূত্র আছে কিনা জানা নেই। মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দূর্গা পূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ১১শ শতকে অভিনির্ণয়-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দূর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দুর্গা পূজার প্রচলন ছিল কিনা ভালভাবে জানা যায় না। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিলেন। ১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দূর্গা পূজার আয়োজন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। আধুনিক দূর্গা পূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ম শতকে নানা বাদ্য যন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড় ব্যবসায়ী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দূর্গা পূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। ওরিষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দূর্গা পূজা হয়ে আসছে। বার ইয়ার বা বারোয়ারী পূজা প্রথম হুগলীর গুপ্তিপাড়ার ১২ জন বন্ধু মিলে ১৭৬১ সালে আয়োজন করেছিল। সম্ভবত সেই থেকে বারোয়ারী পূজা শুরু। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্মউৎসাহিনী সভা ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে এবং একই

১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরে শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদ-দ্দৌল্লার আক্রমনে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংশ হবার পর সেখানে কোন উৎসব করা অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভা বাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সন্মানে দূর্গা পূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আযোজন করেছিলেন। ১৯২৬ সালে অতীন্দ্রনাথ বোস জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে পূজা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দূর্গা পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (যেমন, কবি নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, বঙ্কিচন্দ্রের বন্দে মা তরম কবিতা, পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সংগীত...)। বৃটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দূর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর স্বাধীনতার পর এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়। সরকারী বা জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দূর্গা পূজা বা দূর্গা উৎসব হিসাবে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাকে শরৎ কালের বার্ষিক মহা উৎসব হিসাবে ধরা হয় বলে ইহাকে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। কার্তিক মাসের ২য়দিন থেকে ৭ম দিন পর্যন্ত এই উৎসবকে মহালয়া, ষষ্ঠি, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী ও দশমী নামে পালন করা হয়। অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে বসন্তকালের এই উৎসবকে বাসন্তি পূজা বা অকালবোধনও বলা হয়। দূর্গা পূজা ভারতে অসম, বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে উৎযাপন করা হয়। সেখানে ৫ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় (যেখানে বাঙ্গালী হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস করে) সবচেয়ে বড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসাবে ইহা পালিত হয়। এ ছাড়াও পূর্ব ভারতের বা বঙ্গেও কলকাতা, হুগলী, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, লতাগুড়ি, বাহারাপুর, জলপাইগুড়ি এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল যেমন, আসাম, বিহার, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়–, কেরালায় ঘটা করে এই উৎসব পালন করা হয়। নেপালে ও ভুটানেও স্থানীয় রীতি-নীতি অনুসারে প্রধান উৎসব হিসাবে পালন করা হয়। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বগুরা এবং অন্যান্য জেলায়ও ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হয় এবং সরকারীভাবে এক দিনের এবং হিন্দুদের জন্য তিন দিনের ছুটি ঘোষনা করা হয়। বিদেশে যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, জামার্নী, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি, টোবাকো, কুয়েত সহ বিশ্বের বহু দেশে অভিবাসী হিন্দুদের বা বাঙালী হিন্দুদের নানা সংগঠন এই উৎসব পালন করে থাকে। ২০০৬ সালে, মহা দূর্গা পূজা অনুষ্ঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট কোর্টে অনুষ্টিত হয়েছিল । বঙ্গে এই পূজাকে শারদীয় পুজা, শারদোৎসব, মহা পূজা, মাযের পূজা, ভগবতী পূজা এবং বসন্তকালে বাসন্তী পুজা বা অকালবোধন হিসাবে উৎযাপন করা হয়। বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ এ দূর্গা পূজা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট,উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালায়, হিমাচল প্রদেশ, মহীশুর, তামিলনাড়, অন্ধ্র প্রদেশে এ পূজাকে নবরাত্রি পূজা বলা হয়। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে (১৭৬৭) দূর্গা পূজা হত বলে লোকমুখে শোনা যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন দেবী দূর্গার যা সংস্কারের ফলে মূল চেহারা হারিয়েছে। মন্দিরের প্রাচীন গঠনশৈলী বৌদ্ধ মন্দিরের মত। ধারনা করা হয়, দশম শতকে এখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল যা পরে সেন আমলে হিন্দু মন্দির হয়েছিল এবং ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত। ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর আগে রমনায় কালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও কালী পূজার সাথে দূর্গা পূজাও হত। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও উৎসবের প্রাচুর্যতায় আজ এটা এশিয়া পেরিয়ে শারদীয় উৎসব আজ বিশ্বজনীন। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা কানাডার বিভিন্ন শরে বিস্তৃত। সোশ্যাল মিডিয়ার বদৌলতে এর প্রত্যক্ষ্য রূপ আমরা সব সময়ই দেকতে পাই।

SHIVMANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

শ্রী শ্রী দুর্গা উৎসব

ডাঃ স্বদেশ রঞ্জন সরকার

দুর্গা উৎসব যার আগমনি শুরু হয় সৌর আশ্বিনের অমাবস্যা বা মহালয়া তিথিতে।সেদিন আমরা মায়ের নামে জাগ্রত হই। অনুভব করি আমরা সকলেই একই মায়ের সন্তান, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। কেউ বড় নয় কেউ ছোট নয়।

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ

বান্ধবাঃ শিব ভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রম।।

বিশ্বজননী, শঙ্করের ঘরণী মহাশক্তি, দেবী পার্বতী আমাদের মাতা, বিশ্বজনক দেবাদিদেব মহেশ্বর আমাদের পিতা। শিবের ভক্ত কল্যাণ পথযাত্রী সবাই আমার বন্ধ্, ত্রিভুবনই আমার স্বদেশ। শ্রী শ্রী দুর্গার কাহিনী বর্ণিত আছে মার্কন্ডেও পুরাণের অন্তর্গত সপ্তসতী চন্ডিতে। এ পূণ্যগ্রন্থের আরাধ্যা দেবী চন্ডী, চন্ডিকা ও দুর্গা নামে বহু যুগ ধরে বন্দিতা।এজন্য দুর্গা উৎসব একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল চণ্ডীপাঠ। এগ্রন্থে জানা যায় শ্রী শ্রী দুর্গার আবির্ভাবের মূলে রয়েছে পরাক্রান্ত শত্রু ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণকারীর বিপক্ষে নির্যাতিতে সংঘবদ্ধ অভিযান এবং পরিনামে জয় লাভ। মাতার চিরন্তন প্রতিশ্রুতি বিশ্বমানবের পরম আশ্বাস।

ইব্লং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি

তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যা মাসিংক্ষয়ম।।

হে দেবগন, দানবেরা যখনই তোমাদের অত্যাচার করবে, আক্রমণ করবে তোমাদের কৃষ্টি, ধর্ম ও ঐতিহ্যের উপর, তখনই আমি অবতীর্ণ হব।অবতীর্ণ হব শত্রু নিধনের জন্য , ভক্তগনকে রক্ষার পরম লক্ষ্যে।

মহাভারতেও দেখি, বিরাট পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভ্রষ্ট রাজা যুধিষ্ঠির বিপদ মুক্তির জন্য এই করুণাময়ী মহা শক্তির বন্দনা করে বলেছিলেন, দুর্গতি থেকে ত্রাণ করো বলেইতো সকলে তোমাকে দুর্গা বলে ডাকে।।

দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতাজনৈঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দূর্যোধনের বিশাল সেনাবাহিনী দেখে জয় লাভের জন্য শ্রী কৃষ্ণা অর্জুনকে উপদেশ দিলেন, "শত্রু কে পরাজিত করার জন্যে দুর্গাস্তোত পাঠ করো" অর্জুন তখন রথ থেকে নেমে, নতজানু হয়ে দুর্গাস্তত পাঠ করলেন।

ভদ্রকালী নমস্তভ্যং , মহাকালী নমোহস্তুতে

চন্ডী চন্ডে নমস্তভ্যং তারিনী বরবর্নিনী।। অর্থাৎ চন্ডীই দুর্গা দুর্গা ই চন্ডী। এই দেবী আমাদের সমস্ত আধ্যাত্ম চেতনা মূল, সমাজ চেতনা ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ঊষালগ্নে প্রবাদ পাখির গান। ঋক বেদে দশম মন্ডলে একশত ২৫ তম সূক্তে যে সূক্তটি দেবী সূক্ত নামে খ্যাত, মহর্ষি অম্ভনের কন্যা বিদুষী বাক ঋষি বলেনঃ

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসুনাং চিকিতূষী প্রথমা জঞ্জিয়ানাম

অর্থাৎ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আমি ঈশ্বরই, রাষ্ট্র আমার সৃষ্টি ধন ও আমার সৃষ্টি, রাষ্ট্রীয় সম্পাদ ও আমারই সৃষ্টি। পন্ডিতেরা বলেন, পরবর্তীকালে চণ্ডী চিন্তা কিংবা দেবী দুর্গার উদ্ভব ও ক্রমও বিকাশের মনে আছে ঋক বেদের এই দেবী সূক্ত। এজন্য আজও দুর্গাপূজায় চণ্ডীপাঠের সঙ্গে এই দেবী সুক্তের পাঠ অবশ্য করণীয়।

ঋকবেদে মহাশক্তির যে সকল গুণ বর্ণিত হয়েছে, তার সবই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের গুণ।

যথা বাত ইব প্রবাম্যরভমানা ভুবনানি বিশ্বা।

এই ভাবে চন্ডীকা দেবীকে মার্কন্ডেও পুরানে সর্বব্যাপীনি, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের শক্তিরূপিনি রুপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান যে শক্তির সহায়তায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং সংহার করেন সেই শক্তিকেই হিন্দুগন মহামায়া রূপে পূজা করেন।

দুর্গা, কাল্ চন্ডী যে নামে ব্যবহৃত হোক না কেন প্রকৃত পক্ষে সবই ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে সেই ব্রহ্মময়ী, ব্রাহ্মরূপ্ মহামায়ারই পূজা। ঈশ্বরের শক্তি বহুমুখী। সেজন্যেই ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপাসনা করা হয়। এরমধ্যে যে রূপটি সাধকের প্রাক্তন সংস্কার, ধারণা ও রুচি অনুসারে গ্রহণীয় হয়, তিনি সে মূর্তিকে ইষ্ট বা উপাস্য বলে বরণ করেন। হিন্দু ধর্মে বহু দেব-দেবী কিন্তু তাদের পঞ্চ ভূমিকা আছেন সেই একমেবাদ্বিতীয়াম ব্রহ্ম।

এভাবে ভাবিতো হয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, ব্রহ্মই কাল্ কালীই ব্রহ্ম। এ শক্তি নিরাকার ব্রহ্মের সাথের অভিন্ন সাকার। ভগবানের সাথে ও অভিন্ন।

এ শক্তিকে লক্ষ্য করে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ শ্রীভাগবতসন্ধভে গৌতমীয় কল্পে বচন উদ্ধৃত করে বলেছেন,

যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাৎ

যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।।

এদারা তত্ত্বতঃ চিচ্ছক্তিরুপিনী দুর্গা ও সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের অভেদি কল্পিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মে এরই নাম বহুরূপে একেশ্বরবাদ। সাকার পূজা বা প্রতিমা পূজা সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক তো এই বলে মন্তব্য করেছেন যে, "যদি মাটি বা পাথরকে দেবতা বলে পূজা করা যায় তাহলে ইট কাঠ প্রভৃতি যেকোনো জিনিসকে পূজা করলেই চলে। এর উত্তর এই যে তাও সম্ভব যদি পুজকের এই জ্ঞান হয়ে থাকে যে স্থাবর, সঙ্গম ঈশ্বর সৃষ্টি প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যে ঈশ্বর বর্তমানা এ অবস্থায় বিশ্ব চরাচরে যে কোন বস্তু তার অন্তরে অনন্ত অনন্তময় স্রষ্টার চিন্তা উদয় হবে। যিনি সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতে সমর্থ হয়েছেন, তিনি রাস্তার ধুলাকে মধু বলে আস্বাধন করতে পারেন। ঋকবেদের ঋষিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনিও বলতে পারেন, মদ্যমৎ পার্থিবং রজ। যার অনুকরণ শুনি ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়,

এই দ্যুলোকে মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধুলি

অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি

এই মহা মন্ত্রখানি চরিতার্থ জীবনের বাণী

সত্যের আনন্দ রূপ এ ধূলিতে নিয়েছি মুরতি

এ জেনে এ ধোলায় রাখিনু প্রণতি

কবির কাছে জগতের প্রতিটি ধূলিকণা হচ্ছে মৃন্ময়ী মা।

The moment

Aarush Chowdhury

Like every year, nature's symptoms are telling us that it's time to celebrate Durga Puja. The symptoms are when I wake up in the morning, I gaze at the morning dew on top of the grass. The sun reflects on the dew, like little stars. When I look at the sky, it looks like little pieces of cotton on the blue. And when I smell the fresh breeze of air, it's telling me that it is time to celebrate. Yes my friends, I am talking about our Hindu Bengali in the USA community's biggest festival, Durga Puja. At the same time around the world, all Hindus celebrate this festival. I grew up with the festival being in Shiv Mandir. The temple celebrates the puja for 5 days, in that time the temple is decorated with lights, decorated gates, and wonderful graffiti. Also we celebrate our cultural programs, with all moms, dads, teenagers, my friends, and everyone else participating in these programs. Every single morning after showering, we come to the temple wearing our new clothes. We gather at our "Thakur Ghor" for our "Anjali". After that, we take "Proshad". "Soooo delicious" I say, as I eat the "Proshad". I meet all my friends as we play, dance, talk, eat a lot, and enjoy the celebration. Happy "Durga Puja" to all my friends and family around the world. Be happy and healthy. Celebrate and enjoy your moment.

Shuvo Sharodiya.

আত্ম কাব্য

রচনাঃ আদি শঙ্করাচার্য্য

অনুবাদঃ তন্ময় আচার্য্য

আদি শঙ্করাচার্য্য ছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক। তিনি অদ্বৈত বেদান্ত শাখাটিকে সুসংহত করেন এবং সনাতন ধর্মের বিকাশে অসামান্য অবদান রাখেন । তার শিক্ষার মূল বিষয় ছিল আত্মা ও ব্রহ্মের সম্মিলন। আদি শঙ্করাচার্য্য বলেছেন "ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা। আমরা সবাই ব্রহ্ম স্বরূপ, মায়াবত কারণে নিজেদের চিনতে পারিনা, মায়া মুক্ত হতেই বুঝতে পারবো, ব্রহ্মই আমরা, আমরা আর কিছুই না।"

বলা হয় তিনি আট বছর বয়সে নারমাদা নদীর কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন একজন গুরুর খুঁজে, তখন তার ঋষি গোবিন্দ ভাগবতপাদ এর সাথে দেখা হয়, উনি যখন জিজ্ঞেস করেন “তুমি কে?”, তখন আদি শঙ্করাচার্য একটি কাব্যর মাধ্যমে উত্তর দেন যা “আত্মষ্টকম্” নামে পরিচিত। বলা হয়ে থাকে এই কাব্যটি ধ্যানের জন্য এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য খুবই সহায়ক।

নিম্নে কাব্যটির আনুবাদ করার প্রয়াস করেছি বাংলায়ঃ

আমি না মন , না বুদ্ধি, না অহং, না স্মৃতি;
না পঞ্চ ইন্দ্রিয়, না ধরণী;
আমি না শূন্য, না অগ্নি, না বারী না বায়ু ;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

আমি না শক্তি, না পঞ্চ বায়ু, না সপ্ত ধাতু;
আমি না বস্তু, না পঞ্চ কেশ;
না অভিভাষণ, না দেহ;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

আমার না আছে দ্বেষ, না ক্রোধ না মায়া;
না আছে আসক্তি, না লোভ না মায়া;
আমি না অহং না ধর্ম না মোক্ষ;
না আমি মোহ, না গর্ব না হিংসা;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

আমি না পুণ্য, না পাপ, না সুখ, না দুঃখ;
না মন্ত্র, না তীর্থ, না বেদ, না অর্ঘ ;
আমি না দ্রষ্টা, না দৃশ্য;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

না আছে আমার মৃত্যু না মৃত্যু ভয়, না জাতি, না ভেদ
না আছে আমার জন্ম, না পিতা, না মাতা;
না আছে বন্ধু, না মিত্র, না গুরু, না শিষ্য;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি না মুক্তি, না জ্ঞে¬য়;
আমি আকার হীন, সময় ও স্থানের অতীত;
আমি সর্বব্যাপী, দ্বৈত হীন, আমি বিশ্বের ভিত্তি;
আমি শুদ্ধ চৈতন্য, শাশ্বত জ্ঞান, আনন্দ-
আমি অনন্ত শিব।

পুজোর গন্ধ

চন্দনকৃষ্ণ পাল

মহালয়ার সকাল থেকে পুজো পুজো গন্ধ যে পাই
সেই গন্ধে কি কি থাকে?এসো তোমায় সেটা জানাই।
ধূপ-ধুনো আর শিউলী থাকে সঙ্গে থাকে পদ্মের ঘ্রাণ
শতেক উপাচারের গন্ধে প্রাণ করে যে ঠিক আনচান।
ভোগের সাথে ফল মিষ্টি নৈবেদ্যর ঘ্রাণও থাকে
সবুজ পাতা কাশের বনও সুড়সুড়ি দেয় সবার নাকে।
ঢ্যাম কুড়া কুড় ঢাকের আওয়াজ ওটারও কি গন্ধ আছে?
থাকতে পারে,দেবীর কাছে সন্ধেবেলায় ধুনচি নাচে।
পাটভাঙা সব নতুন জামায় লেগে থাকে পুজোর গন্ধ
পুজোর গন্ধ সবাই তো পায় ভালোর সাথে যারা মন্দ।
মন্দ যারা ফিরে এসে মাথায় তুলো মায়ের আশিস
তোমরা যারা দূরে ছিলে কাছে এসে ভালোবাসিস।
পুজোর গন্ধ সবার মনে তুলুক ভালোবাসার দোলা
পুজোর গন্ধে জীবন ভুলে আজ হয়ে যা পরানভোলা।

মাগো তোমায় বলি

চন্দনকৃষ্ণ পাল

অসুরেরা খুব বেড়েছে মাগো
এবার তুমি একটুখানি জাগো।
পেঁয়াজ মরিচ আদা রসুন
আগুন ছোঁয়া দাম
ডিমের দাম তো লাফিয়ে বাড়ে
তোমার জানালাম।
ঔষধ মা কয়েকশো গুণ
ক্রয়মূল্যের চেয়ে
সিন্ডিকেটের বাচ্চারা সব
আসছে দেখো ধেয়ে।
তেল বাড়ছে গ্যাস বাড়ছে
বাড়ছে চিনি, আটা
চালের কথা বলবো কী আর
সবার কপাল ফাটা।
দিব্যি লাফায় এবং বাড়ে
বিদ্যুতেরই দাম
সাবান শ্যাম্পু যাচ্ছে বেড়েই
বলবো কতো নাম?
তরল দুধ তো একশো টাকা
বাড়ছে মাখন ঘি,
এমন অসুর বাড়বে দেশে
আমরা তে ভাবিনি?

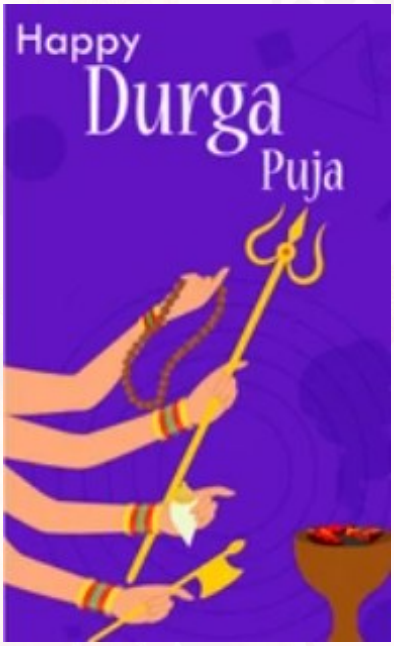

ভোক্তা অধিদপ্তরও ফেল
ফেল মেরেছে সব
আল-পটল-সবজিওলাও
করছে যে উৎসব।
ঘুম হচ্ছে হাবাম সবার
সিন্ডিকেটরা ছাড়া
বাংলাদেশের মানুষেরা
আজ তো সর্বহারা।
ডিমের বাজার লাকায় ঝাঁপায়
সংগে ব্যবসায়ী
আমরা যারা আম পাবলিক
হচ্ছি ধরাশায়ী।
দেশী ফলও রাঙাচ্ছে চোখ
বিদেশী তো হিরো,
চাকরিজীবী আমরা যাবা
হয়েই গেছি জিরো।
এবার তুমি একটুখানি জাগো
অসুরেরা খুব বেড়েছে মাগো।

SHIVA MANDIR
TEMPLE SOCIETY
EST. 2021

আসা যাওয়ায় মায়ের বাহন

চন্দনকৃষ্ণ পাল

এতো বাহন জগৎ জুড়ে
কিন্তু মা তোর চোখে পড়ে না তা
এতো শক্তি বাহুতে তোর
তুই তো মা এ জগতের ত্রাতা।

কিন্ত মা তোর কান্ড দেখে
অবাক আমি অবাক জগৎ বাসি
তোর বাহনের ধরন দেখে
আমরা সবাই প্রাণটা খুলে হাসি।

হাইটেক এই পৃথিবীতে
প্রাণীর পিঠে লং জার্নি চলে?
কার্তিক আর গণেশ ভাইটা
এসব দেখে কী কথা মা বলে?

লক্ষ্মী এবং সরাই বোনের
মতামতও জানাটা দরকার
একটু খানি আওয়াজ দিলে
ব্যবস্থা নেয় কেন্দ্রীয় সরকার।

কিন্তু মা তুই নিরব থেকে
ঘোটকেতেই আসবি এবং যাবি
সত্যি আমরা অবাক হচ্ছি
থেকে থেকে খাচ্ছি শুধু খাবি।

মানবতা হোক ভক্তের গান

নারায়ন গুপ্ত

আমার আমিকে দেখার চেষ্টা করে যারা
পরম ঠিকানা কোন মোহনায় জানে তারা।

তাদের ভেতরে না-দেখা ফুলের রেনুরা জাগে
অলিও ফোটায় মনের বকুল রাগে-অনুরাগে।

পাপের পথকে দূরে ঠেলে তাই সত্তার অন্তরে
জেগে ওঠা তবে সনাতনী সব ধর্মের মন্তরে।

বর্ণ-বিভেদ ভুলে হিন্দুরা চলো একসাথে গাই
দুর্দিনে রক্ষা করো দেবী, চরণে প্রণতি জানাই।

মানবতা হোক ভক্তের গান, ভক্ত হয় না অসৎ
তোমার স্মরণে খুঁজে পাবো তাই সুমতি-সুপথ।

মিশিগান, ইউএসএ।

একজন বাবা

দেবাশীষ দাশ

একজন বাবা,
তার কষ্টের কথা কাউকে বলে না।
একজন বাবা,
চেষ্টা করে সাধ্যমত সংসার চালাতে,
শত ঝড় ঝণঝা উপেক্ষা করে সে তার সন্তানের মঙ্গলের জন্য কষ্ট করে।
একজন বাবা,
শত ক্লান্ত হওয়ার পরেও হাসিমুখে
কাজথেকে বাড়ী ফেরে,কিন্তু কখোনই
বলেনা আমি ক্লান্ত।
একজন বাবা,
দুটো শার্ট এবং একজোড়া চটি দিয়ে
সারাবছর চালিয়ে দেয়।
একজন বাবা,
চাপা কষ্ট বুকেনিয়ে নিরবে নিরালার
কাঁদে, কিন্তু পৃথিবীর কেউ জানে না।
পৃথিবীতে অনেক খারাপ মানুষ আছে,কিন্তু কোথাও কোন খারাপ
বাবা নেই।
একজন মা যদি ঘড়ের খুটি হয়,
তবে একজন বাবা ঘড়ের ছাদ,
যার তলে সংসার নিরাপদে থাকে।
একজন বাবা,
সংসারে বটবৃক্ষের ছায়া।
পৃথিবীতে যার বাবা নেই,
তার কোন ছায়া নেই।
পৃথিবীর সকল বাবাকে বিনম্র
শ্রদ্ধা এবং প্রনাম।

শারদীয় শুভেচ্ছা

মিশিগানে বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্রয়-বিক্রয়
এবং বিনিয়োগের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি

Kapil Roy
Realtor

586 899 9596

RENE
Real Estate
NEGOTIATION EXPERT

BROOKSTONE
REALTORS

ABR®

kapilroy086@gmail.com

42140 Van Dyke, Suite 210, Sterling Height, MI 48314

সবাইকে শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আপনার স্বপ্নের বাড়ী ক্রয় বিক্রয় ও বাড়ী ভাড়ার জন্য
একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এজেন্ট

JOYANTA DEB (JOY)
-REALTOR

586-381-5039
jdeb450@Gmail.com
MORE INFO:
Buying • Selling • Leasing • Commercial & Residential

REA Real Estate Advantage
3100 Caniff St. Hamtramck, MI 48212 • Tel: (313) 871-2030 • Fax: (586) 261-1327

IRS e-file PROVIDER

TAX SERVICE

IRS Certified & Licensed Tax Filing Provider

INDIVIDUAL • FAMILY • SELF EMPLOYED

অভিজ্ঞ সার্টিফাইড ট্যাক্স কনসালটেন্ট দ্বারা পরিচালিত
নিষ্ঠা ও সততার মাধ্যমে নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল করে থাকি।

Joyanta Deb (Joy)
Cell: 586-381-5039
E-mail: jdeb450@gmail.com

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

DREAM LIFE HOME CARE LLC

Serve your people, Earn money at home

শারদ শুভেচ্ছা সবাইকে

313-377-3121

dlifehomecare@gmail.com

2609 Grace Drive, Warren, Mi-48091

Dream Life Home Care LLC

THE ZS GROUP

FOR YOUR REAL ESTATE NEEDS

মিশিগান রাজ্যের যেকোন শহরে ঘর বাড়ি
ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আজই
যোগাযোগ করুন

248.730.3469

Md Zahed Uddin
Salma Mumu

KELLERWILLIAMS REALTY PREMIER

Keller Williams

8031 Ortonville rd, Clarkston, MI 48348

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

আর-রাহমান গ্রোসারী

হালাল মাংস ✓ মাছ ✓ মুদি পণ্য

DISCOVER VISA AMERICAN EXPRESS

313.784.0573 313.775.9890

4182 E 14 MILE RD, WARREN, MI 48092

ASIAN BAZAAR

FRESH PRODUCE - GROCERY - HALAL MEATS - HOUSEHOLD ITEMS

MONEY TRANSFER - FAX - COPIES - KEYS

WE ACCEPT BRIDGE CARD & MAJOR CREDIT CARDS

VISA

29210 Ryan Rd. - Warren, MI 48092 (North of 12 Mile Rd.)

(586)619-9175.(313)415-8552).(313)415-8551.

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

MARHABA BAZAR

Halal Meat, Fresh & Frozen Fish, Fresh Vegetables,
Spices and Full Line of Groceries

12151 Conant Ave. Hamtramck, MI 48212
Tel: 313-369-8888 Fax: 313-369-8885

We are open 10am-10pm/7days

Rabia's

COLLECTION

EXCLUSIVE ABAYAS, DRESSES, PANJABI AND MORE

Rabia's
COLLECTION
www.rabiascollection.co

10317 CONANT ST
HAMTRAMCK MI 48212
(313) 930-2553

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

Happy Smile
FAMILY DENTAL

FAMILY & COSMETIC DENTISTRY FOR THE ENTIRE FAMILY

In Warren, MI & Hamtramck, MI

NOW OPEN
AND WELCOMING NEW PATIENTS
WITH FREE CONSULTATION

BOOK YOUR APPOINTMENT TODAY

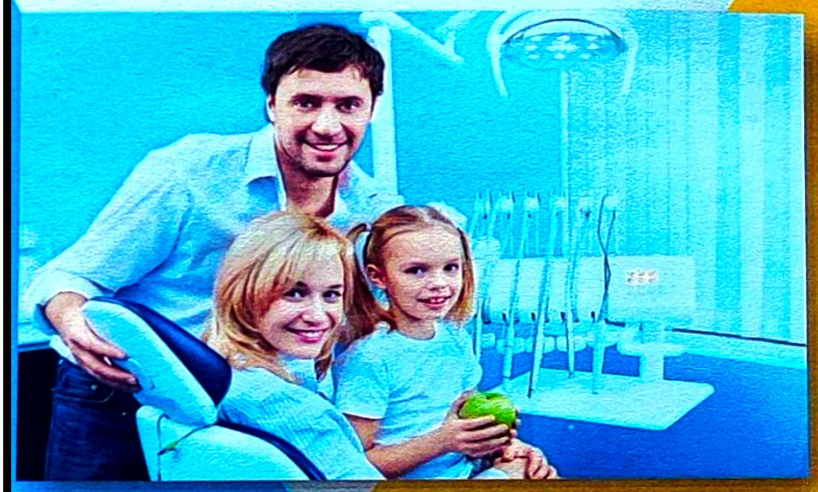

Dr. Mohammad A Salam
DDS, PHD

Dr. Bibi Rahima
DDS, PHD

ALL INSURANCE ACCEPTED
INCLUDING MEDICAID
OPEN 7 DAYS

Hamtramck Clinic
Tulip Family Dental
9433 JOSEPH CAMPU
HAMTRAMCK, MI 48212
Telephone:(313) 638-2966
Fax: (313) 800-5364

Sterling Height Clinic
Happy Smile Family Dental
28567 Ryan Rd
Warren, MI 48092
Telephone: (586) 799-4349
FAX: (586) 799-4371

E-mail:: info@happysmileonline.com / www.happysmileonline.com

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

WISH EVERYONE A VERY FESTIVE DURGA PUJA.

WISH EVERYONE A VERY FESTIVE DURGA PUJA.

HUSSAIN & COMPANY CPA PC

JAKIR HUSSAIN, CPA

248.424.7417 248.424.7418

25900 Greenfield Rd. Ste 203,
Crown Pointe Plaza, Oak Park, MI 48237-1292

jhussain@hussainandcompany.com www.hussainandcompany.com

Jakir Hussain CPA

29200 Southfield Rd., Suite 108
Southfield, MI 48076
Phone: 248-424-7417
Fax: 248-424-7418
Email:jhussain@hussainandcompany.com

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

JOMIR GROCERY

MOHAMMED HASHIM, MANAGER
Cell: 313 412-0486

HALAL MEAT, FROZEN FISH
EVERYDAY GROCERIES

12040 Joseph Campau Ave
Hamtramck, MI 48212

WIC PH.(313) 366-2703
OPEN AT 10AM To 12AM

WE ACCEPT FOOD STAMPS (EBT) AND WIC

JOMIR
SUPER MARKET

4011 E. Nine Mile Rd.
Warren, MI 48091

PH.(586) 755-3600

জমির সুপার মার্কেট

শাকসবজি, হালাল মাংস এবং তাজা মাছ সহ অন্যান্য যে কোন বাংলাদেশী পণ্য-সামগ্রীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

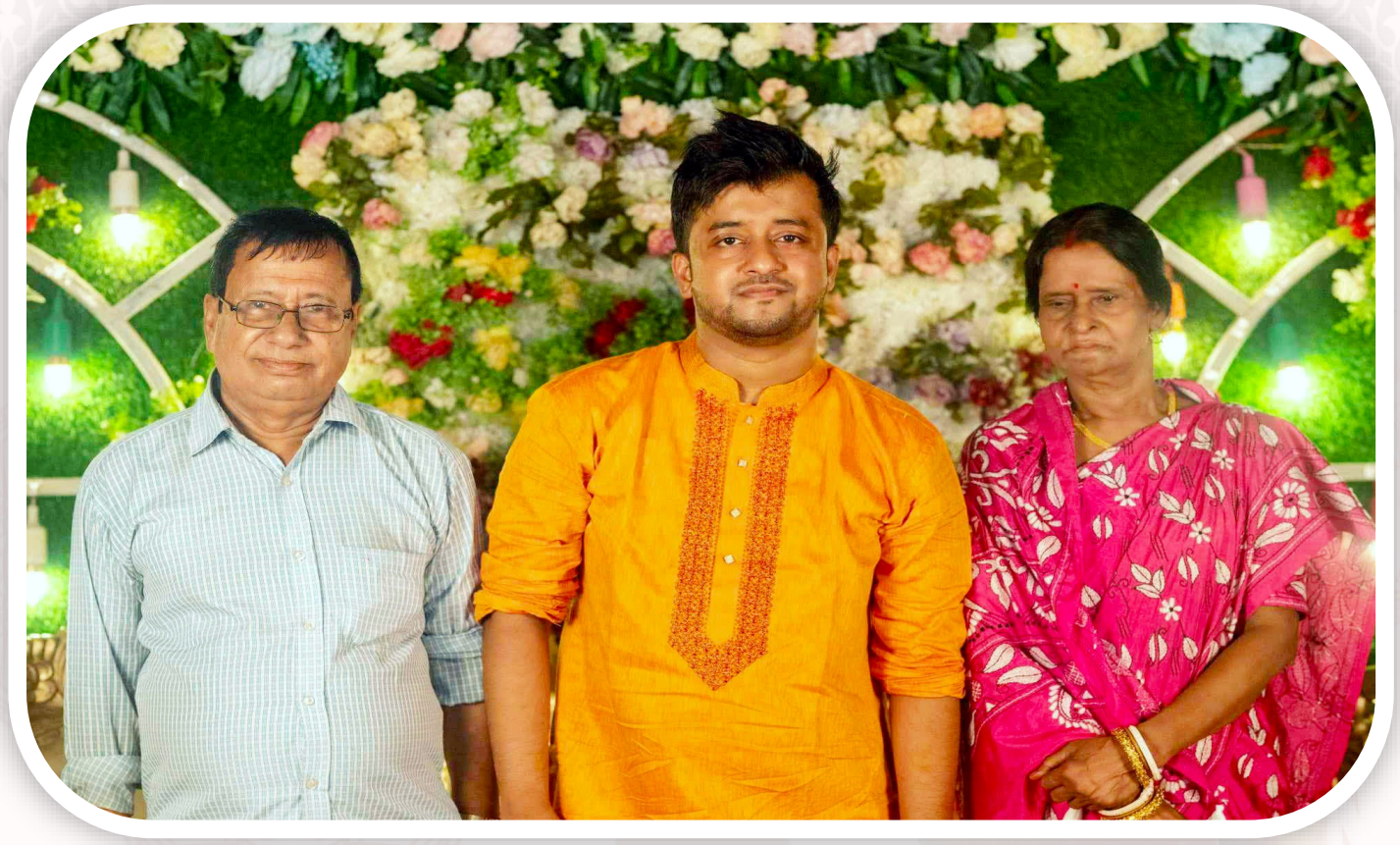

মা দুর্গার আগমনে জগত মঙ্গলময় হয়ে উঠুক। বিশ্বজিৎ এন্দো এর পরিবার থেকে সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন!

প্রশান্ত দাস এর পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

রাহুল এবং কৃষ্ণা দাসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

মায়ের কৃপায় আলোকিত হোক সবার জীবন। শুভ শারদীয়া।

-অনুকূল, পৃথা, অনুভব, অনুশ্রী দেবনাথ

অধীর, সীমা ও শাওন সূত্রধর পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মা সবার মঙ্গল করুন, এটাই প্রার্থনা।

আজি এ শরতের সকালে নয়ন শোভিতো দৃশ্যের উল্লাসে হৃদয়ের শানিতো বল, শিম্জিত হবে হরষে বরষে।"

অলক এবং সুপর্ণা চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে শারদ শুভেচ্ছা।

রতন, হ্যাপী, স্নেহা, শ্রুতি ও শ্রদ্ধা হাওলাদার এর পক্ষ থেকে

সকলকে শুভ শারদীয়া!

কমলেন্দু, সৌম্য, কৃষ্টি, স্বাগতো, শিল্পী এবং হিরণ পাল এর পক্ষ থেকে

সকলকে শুভ শারদীয়া!

শিকদার পরিবারের পক্ষ থেকে জানাই

সকলকে শুভ শারদীয়া!

স্বদেশ, সন্ধ্যা, শিব, মহুয়া, শায়ম এবং শুভাদ্র সরকার এর পক্ষ থেকে

সকলকে শুভ শারদীয়া!

জগজ্জননী মা এর আগমনে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ডে শান্তি এবং কল্যাণ হোক

আশুতোষ চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে

সাদর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

বাজলো তোমার আলোর বেণু।

হিমাদ্রি এবং সীমা দাস এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ শারদীয়া!

পিনাকপাণী, কাবেরী, কৃষ্টি এবং প্রান্তিক দে এর পক্ষ থেকে

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়া!

গোকুল তালুকদার, মাধবী দাস, দেবরাজ তালুকদার ও আরধ্য তালুকদার

এর পক্ষ থেকে

সকলকে জানাই শুভ শারদীয়া!

কুলেন্দু, সংগীতা, শুভদীপ, হৃষিকা ও জেসিকা পাল
এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ শারদীয়া!

প্রত্যাশা, সুজিত, চৈতি এবং কুয়াশা পাল
এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ শারদীয়া!

কৈলাস থেকে মর্তে এসেছেন মা দুর্গা। মায়ের চরণ স্পর্শে সুখের ছোঁয়া লাগুক জীবনে। সকলকে জানাই শারদীয়া শুভেচ্ছা।

চিন্ময় আচার্য্য, গৌরী আচার্য্য বেবী,
তন্ময় আচার্য্য অন্তু, তীর্থ আচার্য্য তুর্য

SHIVMANDIR
TEMPLE OF
EST. 2021

নিতু, নিলীমা, রিয়া, রাখী রঞ্জন ও রক্তিম রায়
এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ শারদীয়া!

শ্রী হীরালাল কপালী, শ্রীমতি প্রতিভা কপালী
এর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভ শারদীয়া!

ভৌমিক পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই

শুভ শারদীয়া!

Bharat Patel
Manager

PATEL BROTHERS®

"Celebrating Our Food...Our Culture"

5055 Rochester Road, Troy, MI 48085
T: 248-509-7116 • F: 248-509-7124
email: troy@patelbros.com • www.patelbros.com

INYX LLC

EXCELLENCE THROUGH ENGINEERING

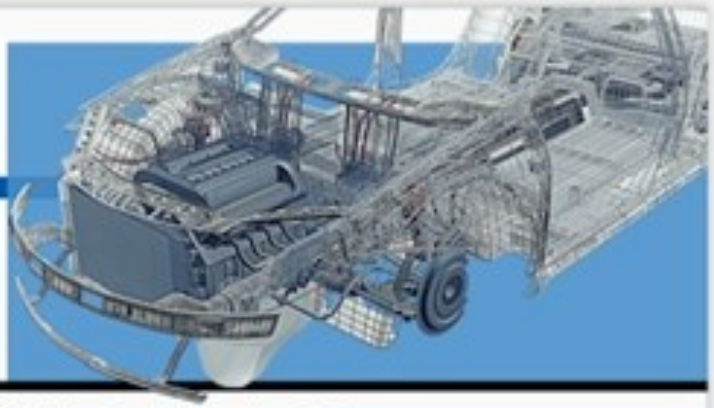

NOW HIRING

DIRECT FULL-TIME POSITIONS AVAILABLE

OPEN POSITIONS

REQUIRED TRAINING WILL BE PROVIDED

- MACHINE/ ASSEMBLY OPERATORS
- FORKLIFT/ HILO DRIVER

PLASTIC INJECTION MOLDING EXPERIENCE REQUIRED

- MOLD/DIE SETTER
- PROCESS TECHNICIAN
- PROCESS ENGINEER
- MAINTENENCE GENERAL
- MOLD REPAIR/MAKER
- MAINTENANCE TECHNICIAN
- FIXTURE TECH
- FIXTURE BUILDER
- CONTROLS/ PLC ENGINEER
- ELECTRICIAN
- AUTOMATION TECH

1st Shift: 7AM to 3PM
2nd Shift: 3PM to 11PM
3rd Shift: 11PM to 7AM

SHIFT PREMIUMS :
2nd Shift +$.50
3rd Shift +$1.25

BENEFITS

- FREE SHUTTLE SERVICE
- SIGN-ON BONUS
- REFERRAL BONUS
- PAID TRAININGS FOR ALL ON THE JOB POSITIONS
- PAID BREAKS FOR ALL FLOOR EMPLOYEES
- EDUCATION REIMBURSEMENT PROGRAMS AVAILABLE
- BLUE CROSS PPO/HSA MEDICAL PLAN
- DELTA DENTAL INSURANCE
- EYEMED VISION INSURANCE
- FREE 20K BASIC LIFE INSURANCE
- 401(K) WITH COMPANY MATCHING
- PAID TIME OFF (PTO)
- PAID HOLIDAYS
- FSA AND DEPENDENT CARE AFTER 1 YEAR
- CAREER PATHING
- EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAM
- SHORT & LONG TERM DISABILITY OPTIONS

CALL/TEXT
734-293-3350

EMAIL YOUR RESUME TO
HARMINDER.NAGRA@NYXINC.COM

Scan our QR Code with your phone's camera app to apply straight from your phone in under 5 minutes!

WISH EVERYONE A VERY FESTIVE DURGA PUJA.

Welcomes New Comers

Name : **Janvi Ghosh**

Father's Name : Pritimoy Ghosh

Mother's Name : Jhumur Rani Ghosh

Date of Birth : November 23, 2023.

Hutzel Women's Hospital.

Name : **Idhika Dey**

Father's Name: Shinku Kumer Dey

Mother's Name: Sutapa Brohmma Tonni

Date of Birth: 07.21.2024

Hospital name:Hutzel Hospital Detroit .

Name: **Trishika Devi Sikder**
Father's Name: Tamal Sikder

Mother's Name: Prianka Das

Date of Birth: 10/17/2023

Hospital: Beaumont Hospital, Troy

Name: **Srinita Dutta**

Father's Name: Shimul Dutta

Mothers Name: Debosmitha Deb Roy

Date of Birth: 08/22/2024 (Thursday)

Hospital: Beaumont Hospital, Troy

Welcomes New Comers

Welcome

Name : **Sampurna Dey**

Father's Name : Gowtom Dey

Mother's Name : Debjani Auishee

Date of Birth : 04/09/2024

Name : **Sruthi Diya Baidya**

Father's Name : Shunil Baidya

Mother's Name : Doli Baidya

Date of Birth : October 26,2023

DMC Hutzel Women's Hospital

Name : **Sporsho Das**

Father's Name : Subrato Das Bappa

Mother's Name : Pollobi Talukder

Date of Birth : 04/29/2024

Name : Yuvraj Kumar Singh

Father's Name : Jobanjit Singh

Mother's Name : Sharmila Singh

Date of Birth : April 13th 2024

Beaumont Hospital, Troy

Welcomes New Comers

Welcome

Name : **Shreyan Sarker**

Father's Name : Sourav Kumar Sarker

Mother's Name : Falguni Shome

Date of Birth : 02/28/2024

Covenant Medical Hospital. Saginaw, MI

Samantha Chowdhury (Megha)

Parents: Alok & Suparna Chowdhury

Graduated from International Academy East, Troy, MI with IB Diploma.

Attending University of Michigan - Ann Arbor, Major in Electrical & Computer Engineering (B.S.)

Pranabendu Biswas

Parents: Promode and Jusna Biswas

Graduated from Hamtramck High School

Going to University of Michigan - Dearborn.

Major in Mechanical Engineering

Kristi Paul

Parents: Kamalundu & Shilpi Paul

Graduated from International Academy East, Troy, MI

Attending Wayne State University

Major in Neuroscience

NINTU TARAFDER, CHOITI

Parents: Chandan Tarafder & Nibedita

Bachelor of Science in Engineering (Electrical and Robotics Engineering)-2024

Shupti Shill

Parents: Sanjay Shill & Popy Sen

Graduated from International Academy

Attending University of Michigan - Ann Arbor

Major in Neuroscience

Shubhodeep Paul

Parents: Kulendu & Sangita Paul

Graduated from Adali E. Stevenson High School

Attending Wayne State University

Major in Computer Engineering (B.S.)

Dhetee Deb

Parents: Kali Shankar & Parvin Deb

Graduated from Cass Technical High School

Attending Wayne State University

Major in Direct BSN Program

Congratulations Newly Married

Groom's Name: Koushik Das
Bride's Name: Soma Bose
Wedding date: July 30, 2024

Groom's Name: Sajon Dhar
Bride's Name: Suma Ghosh
Marriage Date: 11/18/2023

Groom's Name: Zoni Bhowmik
Bride's Name: Papia Das
Marriage Date: 02-12-2024

Groom's Name: Shaon Das
Bride's Name: Chaiti Datta
Marriage Date: 09-15-2024
Place: Clinton Township, MI

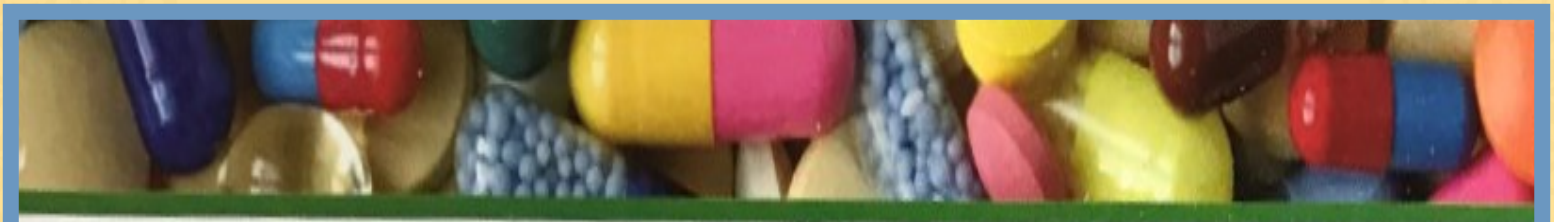

HEALTH MART
WARREN PHARMACY

YOUR OWN PHARMACY FOR HEALTH CARE NEEDS

- Refill reminder and free delivery
- Free health screening
- Free prescription review for drug interaction
- Specialized in non-sterile compounding
- All insurance accepted
- Discounts for senior citizens
- Prescription ready in 10 minutes
- Over 400 prescriptions are only $5/month for un-insured & cash patients

Offering Lowest Prices in the Area!

We are located at Kings Plaza (IONA)

28792 RYAN ROAD,
WARREN, MI 48092

PHONE: (586) 510-4252

FAX: (586) 510-4166

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

সকলের জন্য রইল উষ্ণ শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

CITY OF HAMTRAMCK, WAYNE CO. MICHIGAN

City of Hamtramck

Abu Ahmed Musa
Council Member

3401 Evaline Street
Hamtramck, MI 48212
Phone 586.553.5445
amusa@hamtramckcity.com
www.hamtramck.us

RYAN DENTAL GROUP

Family & Cosmetic Dentistry for Adults & Children

DR. ARPIT MODY, D.D.S.

586.755.4770

WWW.RYANDENTALGROUP.COM

- Evening & Weekend Appointments Available
- Same Day Emergency Appointments
- Most Insurance Plans & Care Credit Accepted!

26620 Ryan Road
Warren, MI 48091

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

FREE CLEANING
(Basic)
with Dental Exam & X-Rays at $49
X-rays are non-transferable. New patients only. Cannot be used with other coupons.

COSMETIC BONDING OF TOOTH
Starting at $90

TOOTH EXTRACTION
Starting at $55

CROWNS
Starting at $399
Cannot be used with other coupons. Some restrictions apply. Must present coupon.

COMPLETE OR PARTIAL DENTURE
Upper or Lower
Starting at
$445
New patients only. Cannot be used with other coupons.

EST. 2021

SNS HOME LOANS

MEET THE TEAM

NASIR SABUJ
V.P of SNS Home Loans
(313) 603-7221

WHEN YOU THINK
ABOUT PURCHASING
OR REFINANCING ...

THINK SNS

TOFAEL HUSSAIN
Senior Loan Officer
(586) 553-2220

FARUQUE MIAH
LOAN OFFICER
313-603-6332

ZAHED ZIA
LOAN OFFICER
586-565-4655

TANJIM CHOWDHURY
LOAN OFFICER
586-354-8657

MUHTASIN SADMAN
LOAN OFFICER
586-668-4026

MOHAMMED KARIM
LOAN OFFICER
313-502-4267

EMAD ISLAM
LOAN OFFICER
313-775-0326

11425 Conant St. Hamtramck, MI 48212 | www.snshomeloans.com

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

Desi Market

নিত্য দিনের সদাই-এর জন্য আমাদের কাছে আসুন

DESI Bazar

দেশী

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

SHOP NOW

We Accept EBT CARD MasterCard AMERICAN EXPRESS VISA DISCOVER

586-806-6303

4680 East Nine Mile Road,
Warren, MI, 48091

4658 East 9 Mile Road,
Warren. MI 48091

Book now

(586) 275-4255

MAY THIS DURGA PUJA BE THE MOST SPECIAL CELEBRATION WITH ENDLESS JOY, PEACE AND ABUNDANCE

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

1	Acharjee, Arun &Shikha	586-920-2912
2	Acharjee, Ajoy	313-455-7834
3	Acharjee, Amol	586-804-3030
4	Acharjee, Ashok	313-281-1419
5	Acharjee, Jitesh	313-603-6780
6	Acharjee, Chinmoy &Baby	313-355-6394
7	Adikari, Jahor & Laki	517-280-9859
8	Baidya, Anil &Sabitha	313-737-7232
9	Baidya, Sunil	313-603- 1980
10	Baidya, Liton & Sumi	586-482-7854
11	Bandyopadhyay, Karuna &Mandira	734-429-1461
12	Bandyopadhyay, Ksany&Debalina	734-844-0417
13	Banerjee, Amitabha &Jharna	810-629-6838
14	Banik, Palash & Swarna	313-349-8821
15	Bardhan, Namita	313-327-7550
16	Basu, Satyen &Indira	248-524-0058
17	Bhattacharya, Debashis K &Veene	586-731-7268
18	Bhattacharya, Nilotpal &Babli	734-926-1639
19	Bhattacharya, Sudip &Rupa	248-946-4825
20	Bhattacherjee, Manish & Madhury	313-455-1372
21	Bhowmik, Mohitush & Shibani Rani	313-455-2284
22	Bhowmik, Pramtus & Riba	586-804-4419
23	Bhowmik, Santus & Ruma	313-495-4610
24	Biswas, Arpan	608-628-9331
25	Biswas, Haridas &Rita	419-536-4405
26	Biswas, Promode Lal &Jusna Rani	313-324-6049
27	Biswas, Shantilal &Fulmati	586-826-8586
28	Biswas, Sujan & kaberi Chanda	313-603-8770
29	Chakroborty, Ashis	313-327-9731
30	Chakraborty, Meena	248-475-4593
31	Chakraborty, Purnendu &Chandana	586-757-9220
32	Chakraborty, Nihar	313-603-8343
33	Chakraborty, Parindra &Dipali	313-365-5521
34	Chakraborty, Shubash &Alpana	586-731-2688
35	Chakraborty, Durga Sankar & Doli	313-974-6681
36	Chakraborty, Haridas & Sadhana	586-576-7780
37	Chakraborty, Sanjay & Mitra	313-826-7332
38	Chanda, Bishweshwar &Shil, Shelly	313-305-7982
39	Chanda, Shital	347-208-9747
40	Chanda, Prodyunna &Choudhury, Priti	313-208-5422
41	Chatri, Ashu	313-231-3086
42	Chatri, Tempo &Sumitra	313-871-0305
43	Chatterjee, Jaideep &Nandita	586-991-0907
44	Chatterjee, Madhu &Tapati	248-879-0552
45	Chatterjee, Ramu &Anuradha	248-526-9575
46	Chaudhery, Virinder &Sumita	248-444-1063
47	Chawdhury, Apu &Gopa Paul	313-334-0394
48	Choudhury, Abinash &Shipra	313-778-5095
49	Chowdhury, Ava Rani	313-455-6731
50	Choudhury, Asit Baran	313-327-6819
51	Choudhury, Alok & Suparna	586-646-0051
52	Chowdhury, Apurba & Smrity Kar	347-285-2244
53	Choudhury, Arabinda&Champa	313-656-7764
54	Choudhury, Ashutosh & Chaya	313-346-7181
55	Choudhury, Biplob &Rita	313-737-1061
56	Chowdhury, Goutam K. & Ruma	313-327-6209
57	Chowdhury, Jeshu	313- 455-6789
58	Chowdhury, Judhistir	313-646-5486
59	Choudhury, Mrinal &Dipa	313-828-7275
60	Chowdhury, Saurav & Sushmita	586-359-0260
61	Choudhury, Samarendra & Shuva	248-246-8089
62	Chowdhury, Gautam &Keya	313-455-1912
63	Chowdhury, Himangshu &Jharana Das	313-355-6955
64	Chowdhury, Himangshu &Subhana	313-748-2724

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

65	Chowdhury, Mrinal & Santa	313-349-8703
66	Chowdhury, Prabir	313-707-3440
67	Chowdhury, Prodip Kumar	313-455-1557
68	Chowdhury, Jeshu & Shali Talukdar	313-455-6789
69	Chowdhury, Seema	313-564-9890
70	Chowdhury, Gouranga & Shrabani	313-603-1663
71	Chowdhury, Samajit Kar & Tuli Banik	248-843-5113
72	Chowdhury, Showmitra & Shotorupa	313-896-6469
73	Chowdhury, Dulal & Lucky Gupta	313-492-7816
74	Chowdhury, Rathish Roy	313-344-5023
75	Dey Hira Lal	313-564-7471
76	Das, Ajit K &Kundu,Kalpana	586-248-3799
77	Das, Ananda &Snigdha	313-307-5780
78	Das, Anil &Reba	313-368-0525
79	Das, Ashok & Dipika	586-344-9219
80	Das, Bijith Lal	347-701-3290
81	Das, Bimalendu & Mili	313-782-2173
82	Das, Rahul & Krishna	248-251-2190
83	Das, Debashish & Shuma	586-806-8953
84	Das, Dwijit Kumar & Ratna Rani	240-330-0127
85	Das, Dwishit Kumar & Swati	240-418-2151
86	Das, Gitangshu & Laxmi	313-603-8405
87	Das, Gupal & Sopna	313-564-9436
88	Das, Himadri & Sorker Seema	734-844-0853
89	Das, Jantu & Rupanjali Choudhury	586-838-1448
90	Das, Jagadish	313-603-6330
91	Das, Johorlal	313-349-8041
92	Das, Karna & Rupashree	313-312-7369
93	Das, Khokan & Joyanti	248-247-8546
94	Das, Milan &Manju	313-366-1997
95	Das, Moloy & Doly	313-406-8959
96	Das, Mukunda & Anita	313-334-3400
97	Das, Nibas &Shikha	313-658-5832
98	Das, Nishikanta	586-553-964
99	Das Nitai & Archona	313-603-6439
100	Das, Prasanta C. & Bonney	586-920-2094
101	Das, Promud & Sopna Rani	586-264-4989
102	Das, Poresh & Sulekha	313-327-4805
103	Das, Ranjit & Shankari	313-707-2114
104	Das, Subhas & Champa	313-455-2413
105	Das, Chanchal & Smritikana	313-707-6110
106	Das, Rathindra & Shefuu	313-334-3735
107	Das Ratish & Tapti	313-778-2771
108	Das, Ranadhir & Chanchala	313-455-4143
109	Das, Rajon	313-349-9529
110	Das, Sukumar & Shipra	313-349-9253
111	Das, Samaresh &Maya	313-826-7712
112	Das, Shytendra Kumar &Kakali	248-277-2124
113	Das, Subas & Mitra Rani	313-369-2227
114	Das, Subhash & Champa	313-455-2413
115	Das, Susanta &Chandana	810-449-5832
116	Das, Sunil, Dr. &Shibani	248-475-9476
117	Dash, Ranadhir & Chanchala	313-455-443
118	Dash, Shambu & Lovely	586-413-3306
119	Das, Samiron & Lovely	313-349-9958
120	Das, Soma	586-272-5390
121	Das, Shamol Kumar	586-524-1107
122	Das, Uttam Kumar	313-327-6862
123	Das, Bimolendu & Mili	313-782-2173
124	Das, Rusit	313-603-1215
125	Das, Sushil & Jona	586-872-9938
126	Das, Hrishikesh & Nita	586-883-8798
127	Das, Pinak & Jhumki	313-603-8602
128	Das, Rasendra & Sonuka	313-327-6290

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

129	Das, Krishnendu	313-646-1793
130	Dastidar, Ajit &Chanchala	313-914-9347
131	Datta, Ajoy & Kobori	313-455-4898
132	Datta, Bijoy & Munni	313-788-0198
133	Datta, Bijoy Krishna &Jharana	313-368-2102
134	Datta, Debashis & Konika	586-436-0668
135	Datta, Jonna	313-652-6395
136	Datta, Munni	313-564-7210
137	Datta, Dhanu & Rimi	586-455-7006
138	Datta, Nitya & Dey Diba	313-365-8147
139	Datta, Rajib & Joya	586-698-1575
140	Datta, Subhash &Nabanita	734-995-0278
141	Datta, Subrata &Rupashree Adhikari	586-983-6380
142	Datta, Sujit &Pompee	248-566-3260
143	Datta, Ujjol	313-775-6761
144	Datta, Ujjwal & Jhumi	313-775-6761
145	Datta, Babul	313-327-7291
146	Dey, Dhrubajuty	917-379-9049
147	Dey, Dipak & Schanchita Kundu	586-524-1518
148	Dey, Pinakpani & Kaberi	989-3724125
149	Dey, Tapan	313-346-7329
150	De, Kalyan & Kajari	248-528-3391
151	Deb, Amal Krishna & Shipra	313-826-0707
152	Deb, Arabinda	313-603-6357
153	Deb, Shankar & Sita	586-457-3123
154	Deb, Itee	313-759-7006
155	Deb, Bidyut and Shilpi	313-626-9860
156	Deb, Champa &Chandra	313-828-6709
157	Deb, Jayanta L &SabitaTarat	586-731-5540
158	Deb, Kali Shankar & Roy Parvin R	313-891-4182
159	Deb, Mrinal & Manjusree	254-410-2381
160	Deb, Partha S &Doly	586-486-4499
161	Deb, Sankar R &Sita	586-552-1192
162	Deb, Satya R &Geeta	586-323-0039
163	Deb, Shaylendra & Baby	313-960-3158
164	Deb, Shayttendra &Susanti	313-826-0823
165	Deb, Shekhar &Boishali	248-833-0090
166	Deb, Sudhangsu &Madhabi Mitra	313-355-8399
167	Deb, Sushil &Ripa	313-891-0909
168	Deb, Probir	313-327-9790
169	Deb, Debabrata	313-624-5999
170	Deb, Pangkaj	313-455-6267
171	Deb, Borun & Nibedita	586-619-9743
172	Deb, Sudip & Jhuma	347-901-8487
173	Deb, Narayan & Kishory	313-241-3602
174	Debnath, Poresh	347-553-2230
175	Debnath, Biplob	347-248-7550
176	Debnath, Anukul & Pritha	313-394-9452
177	Debnath, Debotosh &Sathi	248-373-2501
178	Debnath, Chanchal & Ratna	313-455-9239
179	Devanath, Nripendra M.D	989-317-0511
180	Dey, Borun K &Nibedita Kar	586-619-9743
181	Dey, Debabrata	316-624-5999
182	Dey, Dwigandra	313-707-1572
183	Dey Gouranga &Shipra	313-603-2920
184	Dey, Kakan	313-523-0865
185	Dey, Hira Lal & Juthi	313-564-7471
186	Dey, Prodip Lal & Champa	313-349-9506
187	Dey, Tapash & Sumi	313-316-3254
188	Dey, Sharmistha	847-532-5827
189	Dey, Rabindra & Ratna	313-485-4261
190	Dey, Pingku	313-327-9790
191	Dey, Madan & Sikha	313-871-2375
192	Dev, Haran	313-334-1372

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

193	Dhar, Ashamanja & Dey, Ratna	586-482-8259
194	Dhar, Ajit	947-236-6312
195	Dhar, Ashim	586-365-8567
196	Dhar, Rumi	586-765-4432
197	Dhar, Ashis & Purnima	313-327-9671
198	Dhar, Bijit (Moni)&Munna	313-478-0077
199	Dhar, Bimal &Nilima	313-368-0451
200	Dhar, Bipul &Aparna	586-693-3487
201	Dhar, Debashis &Purabi	734-397-1257
202	Dhar, Dulal	586-806-7285
203	Dhar, Nahar & Maree	313-455-0781
204	Dhar, Protap & Thresita	313-603-0890
205	Dhar, Subrata &Rubee	313-871-4971
206	Dhar, Rinku & Metun Day	313-312-3123
207	Dhar, Rakhal & Aungur	313-330-2689
208	Dhar, Nupur	586-366-8560
209	Dhar, Rabindra	313-610-8309
210	Dhar, Koti & Rupa	586-819-9094
211	Dhar, Puja	313-327-9432
212	Dhar, Panna	586-701-1738
213	Dostidar, Atul &Reba	313-870-8840
214	Dutta, Chitta & ila	313-530-2828
215	Dutta, Jayanta	313-586-4645
216	Dutta, Utpal &Chinmayee	248-312-0043
217	Dutta, Uttam &Suvra	586-983-6023
218	Ganguly, Dilip &Manisha	313-369-1079
219	Ghosh, Avinash &Anupa	313-427- 4032
220	Gope, Jitendra &Arpona Ghosh	313-365-8257
221	Gope Abinash & Anupa	313-427-4032
222	Goshwami, Subrat&AdwayanBidisha	248-345-7111
223	Ghosh, Avijit	586-438-7498
224	Ghosh, Mridul	313-641-3042
225	Ghosh, Somer & Nandita	313-327-8109
226	Ghosh, Ranjit & Jyothsna	313-327-4734
227	Gupta, Narayan &Roy, Lovely	313-455-6658
228	Gun, Depok	313-985-2966
229	Guha, Goutam & Anuradha	586-567-4440
230	Guha, Gopal & Sheuli	586-665-4347
231	Howlader, Ratan Kumar &Happy	248-478-3735
232	Haldar Shyamya & Swati	248-879-3094
233	Kapali, Hiralal &Provita	313-707-9864
234	Kar Chowdhury, Samarendra &Suva	248-246-8089
235	Kaushik, Krishanu &Priyanka	734-981-2816
236	Khastogir, B Bibhuti	586-344-6443
237	Kundu, Samrat	973-970-5961
238	Laskar, Prodip & Sarbani	313-871-2903
239	Majumdar, Adhip &Sara	248-544-0874
240	Mallick, Pankaj &Sunanda	734-455-8699
241	Mazumder, Asish &Sheeti	248-368-9310
242	Mitra, Amitabha &Mowsumi	734-316-2694
243	Modon, Vinita	248-918-1073
244	Mridha, Debasish &Chinu	989-790-0598
245	Mukherjee, Ranajit &Soma	734-669-0171
246	Mullick Madhuchhanda	734-429-3389
247	Mullick, Joydeep &Kim	734-975-4648
248	Mondol, Thakur & Utpala	586-573-2658
249	Mondol, Sonjoy	213-214-4785
250	Nag, Anjali	313-221-9211
251	Nag, Minakshi	248-679-8784
252	Nag, Pritesh & Rita	313-419-6794
253	Nandy, Debashis &Basabi	586-412-7927
254	Nath, Arobinda Kumar & Jharna	313-879-3808
255	Nath, Asit & Shimi Devi	313-871-1084
256	Nath, Biswajit &Pushpa	586-698-1662

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

257	Nath, Kamanashis &Minakshi	586-920-2695
258	Nath, Karuna K	313-758-0290
259	Nath, Ranu	347-832-6385
260	Nayak, Ashish &Ganguli, Shilpi	734-315-4251
261	Pal, Provath &Suvra	313-366-4180
262	Paul, Amar Chandra & Usha Rani	313-327-8331
263	Paul, Anil Chandra & Chandi Rani	313-455-1852
264	Paul, Arun &Sabita	313-208-4806
265	Paul, Babul Chandra &Bina	313-891-0446
266	Paul Bidhan & Beauti	917-603-6172
267	Paul, Bakul & Dipali	313-327-6202
268	Paul, Benu Chandra & Shampa	313-305-4457
269	Paul, Bidhubhuson &Smriti	313-707-1743
270	Paul, Bishwajit & Shelly	586-480-7230
271	Paul, Bishwajit	313-555-8218
272	Paul, Gouri Rani	313-455-0930
273	Paul, Kanan Chandra & Riktha Rani	313-603-8845
274	Paul, Pronoy & Runa Rani	313-455-4437
275	Paul, Shamol Chandra & Protiva Rani	313-603-1050
276	Paul, Chawdhury, Jayanta	313-334-0394
277	Paul, Dinesh C &Shipra	313-891-1004
278	Paul, Kamalendu &Shilpi	313-871-0028
279	Paul, Kulendu &Sangita	313-707-1743
280	Paul, Nirmal Chandra	313-366-2662
281	Paul, Rajib	313-384-4380
282	Paul, Raseshwar & Shaki Dhar	313-775-6586
283	Paul, Sanjib & Mousumi	646-541-8356
284	Paul, Sudhir &Manjushree	519-966-5761
285	Paul, Sujit &Choity	313-208-9290
286	Paul, Babul C	313-874-3668
287	Paul, Santush & Dulu	313-603-1899
288	Purkayasta, Ashoke &Hashi	313-355-8567
289	Purkayastha, Bishnu & Mita	313-707-5452
290	Purkayestha, Bishwijit &Shilpi Dutta	313-365-1278
291	Purkayastha, Dharmadash & Champa	586-404-3803
292	Routh, Bhupal C &Manju	209-722-7382
293	Rohatgi, Umesh&Rashmi	248-471-5786
294	Reba Adhikari	586-983-6380
295	Roy, Hiramohan &Bardhan, Amita	313-891-9258
296	Roy, Mridul &Tanusree	313-808-3909
297	Roy, Bidhan	929-282-7986
298	Roy, RakhiRanjan &Nilima Rani	313-871-1094
299	Roy, Samarendra &Shimul	313-208-4755
300	Roy, C Biplab	313-455-1476
301	Roy, Manobesh	347-720-7300
302	Roy, S Sidharta	313-585-0271
303	Roy, Nirmalendu	313-502-2204
304	Roy, Neeshim Era	347-829-7286
305	Roy, Debu & Moni	313-455-1288
306	Roy, Dilip K & Shilpi	313-874-4953
307	Roy, Dipok & Seema	313-871-0815
308	Roy, Jhutan & Mita Debnath	313-519-0574
309	Roy, Mithun	313-603-7852
310	Roy, Monoranjan & Gouri	313-452-3220
311	Roy, Probir & Shipra	313-871-1547
312	Roy, Sukhendu & Chumki	586-565-6564
313	Roy, Chowdhury Ratish & Sikha	313-334-5023
314	Ray, Ardhendu & Mukti	313-244-9260
315	Saha, Aloke	248-434-7481
316	Saha, Jagneswar Dr.	248-855-6920
317	Saha, Nripen & Jharna	734-913-4544
318	Santra, Monoranjan &Sutapa	248-879-3274
319	Sarkar, Ashish & Norma	734-332-0593
320	Sarkar, Kalyan &Juthika	519-253-2656

Shiv Mandir - Temple of Joy - Events Calling List

321	Sarker, Mridul &Munni	347-472-2064
322	Sarkar, Ranjit	586-354-4728
323	Sarkar, Shyamal &Mitha	248-375-5047
324	Sarkar, Susanta &Sipra	313-874-1880
325	Sarkar, Swadesh & Sandha Rani	313-603-9296
326	Sen, Avijit &Mousumi	313-872-0715
327	Sen Bishowjit	313-327-5866
328	Sen Haran Kanti & Pompa	586-354-0537
329	Sen Soumitra & Rumki	313-427-2474
330	Senapati, Subimal & Shokti	313-281-1262
331	Sengupta, Subrata &Mala	248-646-1354
332	Sharma, Morarjee &Rojoshree	313-695-6424
333	Singh, Jobanjith & Sharmila	313-258-7477
334	Sikder, Tapon &Shikha Kundu	586-698-2860
335	Shil, Sanjay &Popy Sen	586-413-9630
336	Shil, Sujit &Suma Chakraborty	586-806-6722
337	Sinha, Sudhansu &Sikha	248-904-0264
338	Sircar, Biswajit &Suma Deb	804-928-2235
339	Sutradhar, Binoy &Archana	313-891-0235
340	Sutradhar, Bijan & Taposi Majumder	313-564-9992
341	Sutradhar, Sajol & Shikha Dhar	313-603-6342
342	Sutradhar, Ujjwal & Urmila	313-775-4282
343	Sutradhar, Shyamol & Poli	313-788-4503
344	Sutradhar, Subodh & Gouri	313-455-8902
345	Sutradhar, Nironjon & Bani	313-207-0367
346	Sutradhar, Litton	313-377-8796
347	Sutradhar, Mahesh	313-985-7694
348	Sutradhar, Nagendra &Nisha	313-355-8250
349	Sutradhar, Nipesh	313-415-4063
350	Sutradhar, Nitish &Sathee	313-659-8612
351	Sutradhar, Mitun & Namita	313-870-8585
352	Shukla Parimal & Krishna	313-327-7494
353	Talukder, Gokul	646-894-6034
354	Tarafder Chandan & Nibedita	313-544-3783

ফিরে দেখা

EST 2021

ফিরে দেখা

EST 2021

ফিরে দেখা

DINING
ROOM

কালী পূজা

সার্বজনীন দুর্গোৎসব * DURGA PUJA
SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY

শিব মন্দির - টেম্পল অব জয়

ফিরে দেখা

ফিরে দেখা

ফিরে দেখা

EST. 2021

ফিরে দেখা

শিব মন্দির মিশিগান

শিব মন্দির মিশিগান

SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY
PRESENTS
HAPPY
Valentine's Day

Valentine's Day
HAPPY Valentine's DAY

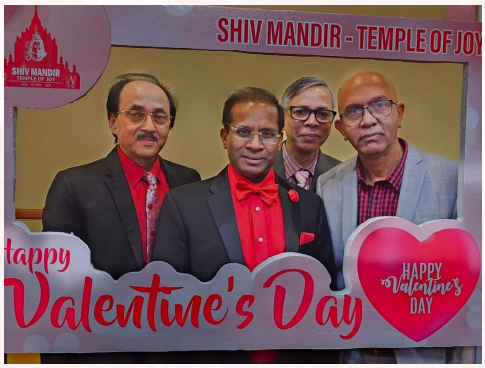

SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY
Valentine's Day
HAPPY Valentine's DAY

ফিরে দেখা

EST. 2021

ফিরে দেখা - ভিডিও গ্যালারী

নাটক- অকাল বোধন মহিষাসুর মর্দিনী

Scan the QR Code with your phone

মায়েদের মাতৃবন্দনা গ্রুপ ডান্স কালী পূজা 2023

Scan the QR Code with your phone

আজা নাচলে| Dance cover by - Swaranika, Anishka, Ambika, Chadni

Scan the QR Code with your phone

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

ফিরে দেখা - ভিডিও গ্যালারী

Dandiya Dance - Chogada Tara

Scan the QR Code with your phone

Pahela Baishakh 2024– Funny Performance By Seniors

Scan the QR Code with your phone

শিব মন্দিরে ত্রিজয় দেবের গান

Scan the QR Code with your phone

SHIV MANDIR
TEMPLE OF JOY
EST. 2021

MRIDHA INTERNATIONAL INSTITUTE OF PEACE & HAPPINESS

MIIPH.ORG

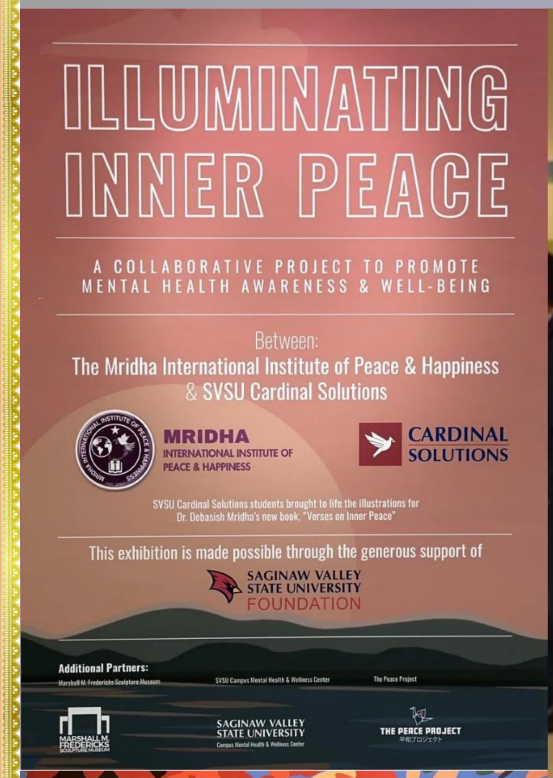

On Wednesday, September 18, during International Peace Week, MIIPH held an Opening Reception to celebrate the completion of Dr. Mridha's forthcoming book, "Verses of Inner Peace." More than 100 people attended the event, which was produced by MIIPH and SVSU Cardinal Solutions and was sponsored by the SVSU Foundation, SVSU Mental Health Services, and The Peace Project.

SHIV MANDIR - TEMPLE OF JOY

শিব মন্দির - টেম্পল অব জয়

YOU ARE INVITED!

সার্বজনীন দুর্গোৎসব ২০২৪

SUGGESTED DONATION $81

SPONSORSHIP INFO

We appreciate any sponsorship for this event. The following items can be sponsored:

BHOG	$100 (ANYDAY)
FLOWER	$100 (ANYDAY)
FRUITS	$100 (ANYDAY)
DEVI CLOTH	$100 (ANYDAY)
SWEETS	$200 (ANYDAY)
PRASHADAM	$1500 SATURDAY, OCT 11
	$2000 SUNDAY, OCT 12
	$1000 ANYDAY

CONTACT

RATAN HOWLADER : (313) 268-7678
APU CHAKROBORTY : (313) 377-3121
SHOURAV CHOWDHURY : (586) 359-0260
NILIMA ROY : (313) 327-8191

INFO@SHIVMANDIRMI.COM
WWW.SHIVMANDIRMI.COM

SHIV MANDIR DURGA PUJA SCHEDULE 2024

PRASHADAM | EVERYDAY
1:30 PM & 8:00 PM

MAHA SASHTHI — TUE, OCT 8
ADIBASH, BODHON

7:00 PM PUJA
7:30 PM CULTURAL PROGRAM
8:00 PM PRASHADAM

MAHA SAPTAMI — WED, OCT 9

9:30 AM PUJA
1:30 PM PUSHPANJALI
7:00 PM ARATI
7:30 PM CULTURAL PROGRAM
8:00 PM PRASHADAM

MAHA ASHTAMI — THU, OCT 10
SANDHI PUJA

10:00 AM PUJA
1:00 PM PUSHPANJALI
6:15 PM SANDHI PUJA
7:00 PM ARATI
7:30 PM CULTURAL PROGRAM
8:00 PM PRASHADAM

MAHA NAVAMI — FRI, OCT 11

10:00 AM PUJA
1:00 PM PUSHPANJALI
4:00 PM GRAND CELEBRATION & CULTURAL PROGRAM
7:00 PM ARATI & DHAK
8:00 PM PRASHADAM

MAHA DASHAMI — SAT, OCT 12

10:00 AM PUJA
1:00 PM PUSHPANJALI
3:00 PM GRAND CELEBRATION & CULTURAL PROGRAM
7:30 PM ARATI & DHAK
9:00 PM NATOK: DURGA DURGATINASINI

BIJOYA CELEBRATION — SUN, OCT 13

3:00 PM GRAND CELEBRATION & CULTURAL PROGRAM
5:00 PM SPECIAL ATTRACTION:
SABERI BHATTACHARJEE
BOLLYWOOD PLAYBACK SINGER/ SA RE GA MA PA CONTESTANT
7:00 PM DHUNUCHI DANCE, SHIDUR KHELA, PRASHOSTI BANDHON, BIJOYA CELEBRATION

সবাইকে শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সবাইকে শারদীয় প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মিশিগানে আপনার স্বপ্নের বাড়ী

ক্রয়-বিক্রয়
ও বাড়ী ভাড়ার জন্য

একজন বিশ্বস্ত ও
নির্ভরযোগ্য এজেন্ট।

- BUY
- SELL
- INVEST

HIMEL DAS
Real Estate Agent
BROOKSTONE
REALTORS

347.484.4902
realtor.himel@gmail.com
3310 W Big Beaver Rd. Suite 105, Troy, MI 48084

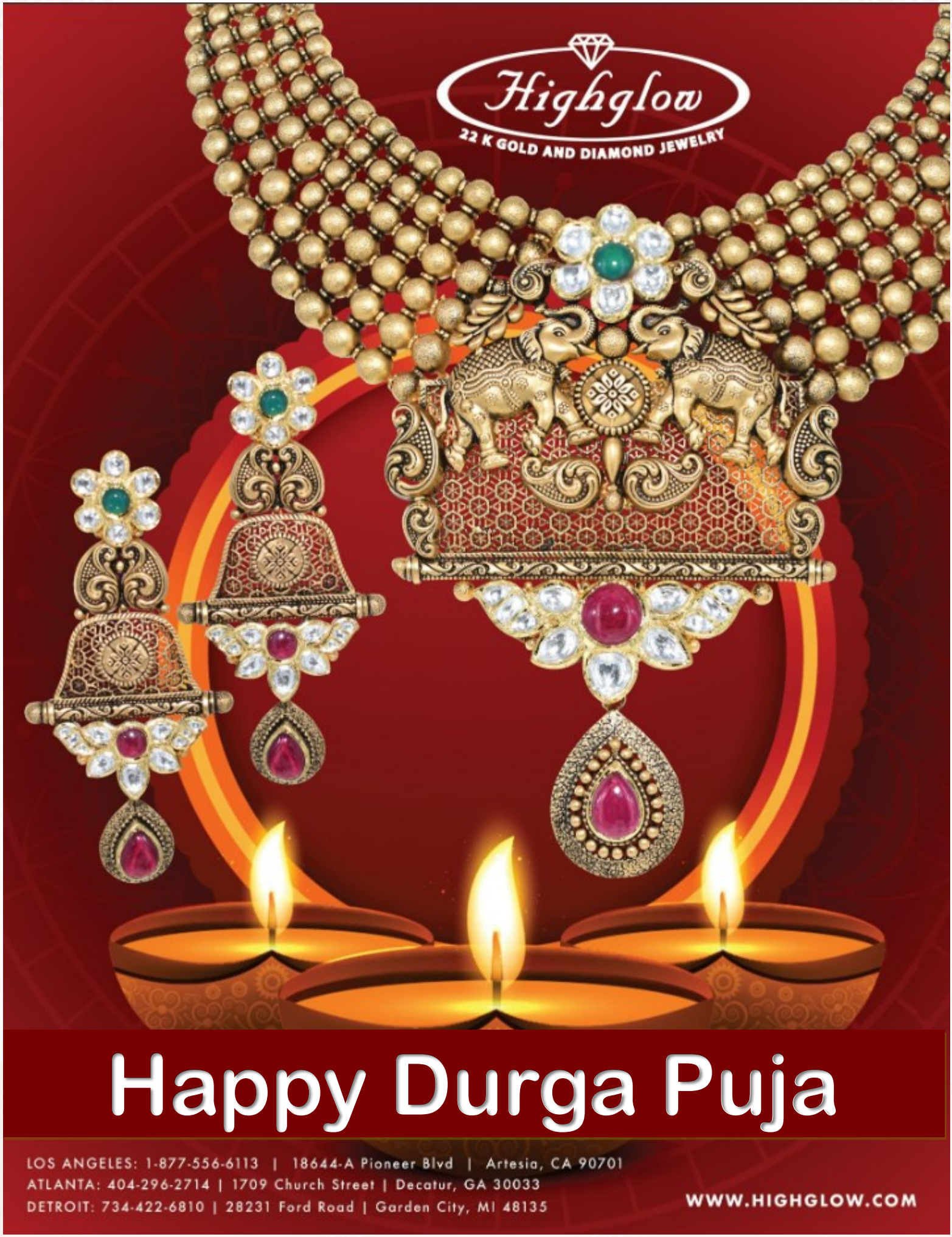
Highglow
22 K GOLD AND DIAMOND JEWELRY
Happy Durga Puja
LOS ANGELES: 1-877-556-6113 | 18644-A Pioneer Blvd | Artesia, CA 90701
ATLANTA: 404-296-2714 | 1709 Church Street | Decatur, GA 30033
DETROIT: 734-422-6810 | 28231 Ford Road | Garden City, MI 48135
WWW.HIGHGLOW.COM

MANC Michigan Advanced Neurology Center

PRESENTS

THE LONGEVITY CLINIC

The Longevity Clinic will allow us to more effectively diagnose age-related diseases such as -

- DEMENTIA
- ALZHEIMER'S DIESEASE
- PARKINSON'S DISEASE
- LEWY -BODY DEMENTIA
- BALANCE & GAIT ABNORMALITIES

DEBASISH MRIDHA, MD
DIRECTOR
25 YEARS OF EXPERIENCE IN NEUROLOGY

OUR INNOVATIVE SERVICES:

- **TREATMENT FOR DEMENTIA, ALZHEIMER'S DISEASE, AND PARKINSON'S DISEASE**
- **OPTIMAL HORMONE THERAPY**
- **ANTI-AGING SUPPLEMENT THERAPY &**
- **BALANCE AND FALL PREVENTION THERAPY**

CONTACT THE OFFICE TODAY TO SET UP AN APPOINTMENT

MICHIGAN ADVANCED NEUROLOGY CENTER

4705 TOWNE CENTRE RD | STE. 201
SAGINAW, MICHIGAN

(989) 799 -2770 (989) 799-2737 MANC@DRMRIDHA.COM

WWW.DRMRIDHA.COM

Montague Inn

Historic Bed & Breakfast Inn, Saginaw, MI

2025 WEDDING SPECIAL

IF YOU ARE PLANNING YOUR WEDDING RECEPTION, MONTAGUE INN HAS SOME PRIME DATES AVAILABLE IN 2025

BOOK YOUR WEDDING OF 100 OR MORE GUESTS WITH RECEPTION, INCLUDING FOOD AND ALCOHOLIC BEVERAGE PACKAGE BY DECEMBER 31ST. 2024.

YOU WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE THE CEREMONY SITE ½ PRICE, OR ONE OVERNIGHT STAY IN THE MAJESTIC MONTAGUE SUITE.

Depending on the size of the wedding you may be entitled to additional discounts. Call to book your dream wedding now.

(989) 752-3939
eventplanner@montagueinn.com
1581 S Washington Ave.
Saginaw. MI 48601